

श्रिंग कल्य



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 342 Issue ● 21 December, 2021, Tuesday ● ৫ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ইভিয়া টুডে'র দেওয়া পুরস্কার, ছোট রাজ্যের মধ্যে কৃষিতে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, মুখ্যমন্ত্রী হাতে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে। এই নিয়ে একাধিকবার হল। ইন্ডিয়া টুডে'র পুরস্কার পাওয়ায় ত্রিপুরার ঐতিহ্য বৃদ্ধি হলো বলা চলে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই কৃষি ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে চলেছে এবং আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছি। কৃষিতে ভারতশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার খবরে রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে।

শোকজ নোটিশ আদালতের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পার্টি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। নেওয়ার জন্য আবেদন

অভিযোগ রয়েছে। এমনকী

আদালত চত্বরে সাক্ষ্যদের

ঘোরারও অভিযোগ রয়েছে। এই

কংগ্রেস!

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রানিরবাজারে 'কংগ্রেস' সিপিআই(এম) কর্মীদের আক্রমণ করে আহত করেছে, জানিয়েছেন সিপিআই(এম)'র সবেচ্চি নীতিনির্ধারক সংস্থা পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। আক্রমণের পর থেকে বিজেপি দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছে বলে সিপিআই(এম) বলে এসেছে, সোমবারে হাসপাতালে আহতদের দেখে বেরিয়ে আসার সময় মানিক আক্রমণকারীরা 'কংগ্রেস' বলে মন্তব্য করেছেন। পশ্চিম জেলা সিপিআই(এম) আক্রমণে যুক্ত বিজেপি দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে,প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, যাকে এখন আর মজলিশপুরে যেতে দেখা যায় না, তিনিও বিজেপিকেই অভিযুক্ত করেছিলেন। মানিক সরকার বলেননি কেন এখানে 'বিজেপি' থেকে 'কংগ্রেস' হল। সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে মানিক একাধিকবার বলেছেন যে 'সবটাই আমার থেকে জানবেন?'। দলের কর্মীরা আহত কিন্তু সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের একজনের সেই নিয়ে কথা বলতে এত অনীহা কেন,সেটা বোঝা মুশকিল ! আইনসচিব, স্পেশাল পিপি-কে

নার ১৮৩ কো দেওয়া হচেছ, অফিস ভাঙচুর ইতিহাসেই রেগার কাজে এই করছেন বিজেপি'র নেতা-কর্মীরা, কেলেঙ্কারির ঘটনা কখনও ঘটেনি। ৫৮৭টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। দুর্নীতিকে যদি দুর্নীতিই না বলা হয়, তবে আর দুর্নীতি থাকে না কাগজে-কলমে, কাগজে-কলমেই ত্রিপুরায় রেগায় প্রায় দুশো কোটি টাকার কারচুপি হয়েছে শেষ তিন আর্থিক বছরে, অডিটে তা ধরা পডলেও, স্বচ্ছ প্রশাসনের দোহাই দেওয়া সরকার কোনও কার্যকর ব্যবস্থাই নেয়নি। যেহেত ব্যবস্থা নেয়নি ফলে 'দর্নীতি মুক্ত' থাকার মুখোশ লটকানো আছে। গত তিন আর্থিক বছরের কোনো বছরেই রাজ্যে যত গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটি আছে, তার প্রত্যেকটিতে অডিট হয়নি, ২০১৮-১৯ সালে মাত্রই অর্ধেক জায়গায় অডিট হয়েছে, তাতেই প্রায় দশো কোটি টাকার আইনি

পরিমাণ টাকার বেপাত্তা হয়ে যাওয়া 'এই প্রথম'। মডেল রাজ্যে সরকারি



অডিটেই ধরা পডলেও, আগের সরকার কিছই করেনি.আগে কখনও হয়নি, ইত্যাদি চোঁয়া ঢেকরে মাইক গরম হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এসব তলে ধরলে, সংবাদমাধ্যমকে দেগে সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন, এবং সংবাদমাধ্যমকে জনগণের নাম নিয়ে 'নেগেটিভিটি', 'পজিটিভিটি' জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের দালাল, সংখ্যালঘুদের সংগঠিত করা হচ্ছে সাংবাদিকদের এমন কথাও শুনতে হয়েছে. সেই উৎস থেকে সংবাদ পরিবেশনের ব্যালান্স নিয়ে জ্ঞান শুনতে হচ্ছে, অথচ দশো কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে, 'সত্য' জানার পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, এই বিষয় নিয়ে কেউ

এদিকে, রাম আমলেই রাজ্যে সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঞ্চারির ঘটনা ঘটেছে বলে প্রকাশ পেয়েছে তদন্ত রিপোর্টে। সূত্র মোতাবেক এর

'হুঁ' শব্দটি করছেন না।

খোদ রেগায় রাজ্যের আটটি জেলায় কমিটিতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন মোট ১৮২ কোটি ২৬ লক্ষ ৭১ হয়েছে।২০১৯-২০সালে সোশ্যাল



সতর্ক্তবার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুলপ্রকাশনী-র বই কিনুন!

হাজার ৪০৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। যার মধ্যে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রেই বিচ্যতির পরিমাণ ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৯৪ টাকা।

অডিট সম্পন্ন হয়েছে ৮৫৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯৫৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

১০০তে কোনোক্রমে ৩৫ নম্বর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। একটি মার্কশিট। সেই মার্কশিটে মোট ৩৬টি রাজ্যের নাম। ২৮টি পূর্ণ রাজ্য আর ৮টি কেন্দ্র শাসিত রাজ্য। সেই ২৮টি রাজ্যের মধ্যে যদি ছোট আর বড় রাজ্যের ব্যবধান না দেখা হয়, তাহলে 'ত্রিপুরা'র স্থান ২৭ নম্বরে। 'লার্জ' রাজ্য ২০টির মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে গুজরাট, দ্বিতীয় হয়েছে কেরালা এবং তৃতীয় তামিলনাড়ু। অন্যদিকে 'স্মল' স্টেট ৮টির মধ্যে ত্রিপুরার স্থান সপ্তম। জনসংখ্যার আয়তনে ছোট এবং বড়'র ব্যবধান না দেখলে, রাজ্যের এই নম্বর আদতে লজ্জায় ফেলার মতই। তবে কিসে এত কম নম্বর পেল রাজ্য? বিষয়টি অত্যস্ত স্পর্শকাতর এবং ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০-২১ সালের স্টেট ফুড সেফটি ইনডেক্স'-এ দেশের রাজ্যগুলোর সার্বিক



১০০তে ইনডেক্স র্যাঙ্কিং-এ রাজ্যের অবস্থান সপ্তমে। ফলাফলে রাজ্যের অবস্থান ফসাই একটি মার্কশিট তৈরি করে। একেবারে তলানির দিকে। দেশের সেই মার্কশিট মোট পাঁচটি বিভাগকে প্রতিটি রাজ্যে 'ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্স অ্যাক্ট' কতটা সঠিকভাবে রাজ্যগুলোতে প্রণয়ন হয়েছে, সেই নিরিখে প্রতি বছর 'ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অব ইন্ডিয়া' তথা

নিয়ে তৈরি হয়। একেকটি রাজ্যের সরকার সেই রাজ্যের নাগরিকদের কতটা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের খাবার-দাবার পরিবেশন করে, সে রাজ্যের বাজার-হাট কতটা

পয় পরিস্কার, ফুড টেস্টিং পরিকাঠামো কতটা উন্নত, কনজিউমার এমপাওয়ারম্যান্ট কতটা সঠিক ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মেনে মার্কশিটটি তৈরি হয়। ২০১৯ সালের জুন মাস থেকে এই বিষয়টি নিয়ে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। পাঁচটি পর্যায়ে ফুড সেফটির মান নির্মাণে যে নম্বর প্রদান করা হয়েছে ২০২০-২১ সালে, তার ফলাফল ঘোষিত হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। সেই ফলাফল মোতাবেক ছোট রাজ্যের মধ্যে গোয়া, মেঘালয়, মণিপুর, সিকিম, নাগাল্যাভ, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের নাম রয়েছে। তাতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে গোয়া। ১০০ তে ৬৩ নম্বর পেয়ে গোয়া প্রথম স্থানে। ৫৩ নম্বরে মেঘালয় দ্বিতীয় স্থানে এবং ৪৬ নম্বরে মণিপুর তৃতীয় স্থানে। অন্যদিকে ৪০ পেয়ে সিকিম

চতর্থ স্থানে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

ছুটি নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে অসন্তোষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ছুটির এজিএমসি-জিবিপি হাসপাতালের কর্মীরা হাঁপিয়ে উঠেছেন। মারাত্মক অভিযোগ হচ্ছে, যেকোনও প্রয়োজনেই মেডিক্যাল লিভ নিচ্ছেন। কারও কারও বক্তব্য, অনৈতিক জেনেও বস্তুত মেডিক্যাল লিভ নেওয়ার জন্য তারা বাধ্য হচ্ছেন। কোভিড সময়ের জন্য চাইল্ড কেয়ার লিভও বন্ধ আছে, তবে এই হাসপাতালের একজনের দাবি অন্য মহকুমায় একেবারে বন্ধ নেই চাইল্ড কেয়ার লিভ। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে ডাক্তার ও নার্স পদ অনেক শূন্য, সেসব শুন্য পদ পুরণ না হওয়ায় চাপ বাড়ছে চাকরিরতদের উপর। জিবিপি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের ছুটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা, সমস্যায় অন্যদেরও। উপবের দিকের কর্মচারীদের অবস্থা সামান্য ভাল। এক কর্মী দাবি করেছেন যে ক্যাজুয়াল লিভ মঞ্জুর হওয়া লটারির মতো হয়ে গেছে। পাঁচ-ছয়দিন আগে আবেদন করতে হয়, তাও 🏻 এরপর দুইয়ের পাতায়

সম্রাট কর ভৌমিক এবং আইনজীবী ইন্সপেকটর সুকান্ত বিশ্বাস, সুমিত অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে শোকজ দেওয়া সাহা এবং পাপাই সাহার হত্যা জরুরি বিজ্ঞপ্তি

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। চাঞ্চল্যকর এই মামলায় আদালত

বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় আইন থেকে দুই সাক্ষী পালিয়ে যাওয়ারও

আদালত। দুই সপ্তাহের মধ্যেই কেন কেনা-বেচা করতে ব্যাগে টাকা নিয়ে

করা হবে না তার জবাব চাওয়া মামলায় টাকার লেন-দেনের

হয়েছে। এই মামলায় সোমবারই বিনিময়ে খুনে অভিযক্ত কালিকা

মামলায় নিযুক্ত স্পেশাল পি পি চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন

সচিব-সহ সরকার পক্ষের দুই

আইনজীবীকেই শোকজ করলো

তাদের বিরুদ্ধে অবমাননার মামলা

সম্মানিয় গ্রাহক ও প্লাম্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচারিত একমাত্র BRAND *Ori-Plast* নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদেব গ্রুণগাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা *Ori- Plast* লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই।

Ori-Plast is Ori-Plast

We have no any 2nd BRAND Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

ভিত্তিহীন বক্তব্য রাখার অভিযোগ এনেছে আদালতই। রাজধানীতে চাঞ্চল্যকর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রেকর্ড করা হয়েছে। সরকার পক্ষে দু'জনই হচ্ছেন মামলার তদন্তকারী অফিসার। চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলায় আগেই সাক্ষ্যদের বিপুল টাকায় কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকী আসামি পক্ষের এক আইনজীবীর সাহায্যে বিশালগড় এবং নীরমহলে বড়

হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার মূল অভিযুক্ত ওমর শরিফের নাম রয়েছে। ভিআইপি আসামিদের ছাড়াতে শুরু থেকেই একটি চক্র চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে বোধিসত্ত্ব দাস হত্যা মামলায় এখন অভিযোগ। আদালত থেকে চার পর্যন্ত ৫৪জনের সাক্ষ্য আদালতে অভিযুক্ত এক দফায় জামিনও পেয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা আরও ২জন সাক্ষ্য দেওয়ার বাকি। উচ্চ আদালত এই জামিন বাতিল করে দেয়। যে কারণে জেলে রেখেই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। আদালত সূত্রের খবর, আসামি পক্ষের আইনজীবী পীযূষ বিশ্বাস মামলার অন্যতম সাক্ষী তথা বিলোনিয়া আদালতের বিচারক মিত্রা দাসকে আবারও সাক্ষ্য

নিযুক্ত স্পেশাল পি পি সম্রাট কর ভৌমিক আগের দিনই সাক্ষ্যগ্রহণের সময় উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় হাজির থাকতে পারবেন না বলে পিটিশন দিয়েছিলেন। পিটিশনে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বিচারক আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত, জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সুমিত মিত্রা দাসও ব্যস্ত থাকবেন এদিন। টেলিফোনে বিচারক মিত্রা দাসের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। এ নিয়েই আদালত একটি নির্দেশে শোকজ নোটিশ দেন আইন সচিব-সহ সরকার পক্ষের দুই আইনজীবীকে। জানা গেছে, এই নির্দেশ দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বিচারক মিত্রা দাস ব্যস্ত থাকবেন বলে যে কথা বলা হয়েছে এটা ভিত্তিহীন। স্পেশাল পি পি যে পিটিশন দিয়েছে এর কোনও ভিত্তি নেই। যেহেতু বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় সরকার পক্ষকে সমর্থন করে আদালতে সওয়াল করার জন্য রাজ্যের আইন সচিব নিয়োগ পত্র দিয়েছেন 🏻 এরপর দুইয়ের পাতায়

করেছিলেন। গত ১৭ ডিসেম্বর

সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ছিল। মামলায়

পৃষ্ঠা ৬



বিপাকে ঐশ্বর্য, পানামা পেপার কাণ্ডে ৬ ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ ইডি-র

লোকসভায় পাশ ভোটার-আধার সংযুক্তির বিল

উধাও ১৫ লাখ, নেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ ডিসেম্বর।। ঋষ্যমুখ ব্লকের মণিরামপুর এডিসি ভিলেজ'র অন্তত পনের লাখ টাকা তলে নেওয়া হয়েছে গত এক বছরে, অভিযোগ। কোনও কাজ ছাড়াই এই টাকা সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে চেক দিয়ে, অথচ নতুন আর্থিক নিয়মে এইসব অ্যাকাউন্টে চেক'র সুবিধা থাকারই কথা নয়। বিষয়টি কেউ জানেন না, এমনও নয়, তদন্তও হয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত নেই কোনও এফআইআর। সংশ্লিষ্ট এক পঞ্চায়েত অফিসার টিপিএস ক্যাডার হিসেবে সিলেকশন পেয়ে বিদায় সংবর্ধনা নিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও পেয়ে গেছেন। ঋষ্যমুখের বিডিও জয়ন্ত দেব. পঞ্চায়েত অফিসার, যে টিপিএস ক্যাডার হিসেবে সিলেকশন পেয়েছেন, প্রীতম চন্দ, দুইজনের সাথেই যোগাযোগ করার দুই দিনে চেষ্টা করা হয়েছে একাধিকবার, কাউকেই পাওয়া যায়নি, ফলে তাদের মতামত পাওয়া যায়নি। বছরখানেক ধরে কাজ হচ্ছে না, অথচ টাকা উঠছে। এডিসি ভিলেজের নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত দফতর থেকে এডিসি প্রশাসনে ডেপুটেশনে যাওয়া খরেন্দ্র রিয়াং। এডিসি প্রশাসনে ডেপুটেশনে থাকায় তার উপর দায়িত্ব থাকার যদিও কথা নয়, তবু ছিল। তার হাত দিয়েই সরাসরি টাকা উঠেছে বলে অভিযোগ। • এরপর দুইয়ের পাতায়

এফআইআর, সাসপেনশন

জেলায় জেলায় রিভিউ স্বাস্থ্য দফতরের রবিবার রাতেও দাফতরিক বৈঠকে রাধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।।** রবিবার মানেই সরকারি ছুটি। এই চিরন্তন বিশ্বাসকে খানিকটা হলেও ভাঙন ধরিয়ে এবার ব্যতিক্রমী উদাহরণ মেলে ধরল রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। দফতরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মার পৌরহিত্যে গত রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত দাফতরিক বৈঠক আয়োজিত হলো উত্তর জেলায়। দফতরের কয়েকজন আধিকারিক এবং ৮টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের



নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই একই বৈঠকে ত্রিপুরা স্টেট এইড্স কন্ট্রোল সোসাইটির আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে ম্যালেরিয়া এবং ইমিউনাইজেশন বিভাগের আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোর্খাবস্তির স্বাস্থ্য দফতর বা মহাকরণের সুনির্দিষ্ট এক-দুটো ঘরে বসেই রাজ্যের স্বাস্থ্য



সোজা সাপ্টা

একই খেলা

ত্রিপুরার বিভিন্ন পুর নিগম ও পুর ভোটে যারা সন্ত্রাস, রিগিং-র অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন তারাই বঙ্গের বিভিন্ন পুর ভোটে নজিরবিহীন ছাপ্পা ভোট ও রিগিং-র খেলা দেখালেন। আগে বাম আমলে দেখা যেতো বঙ্গের দেখানো পথে ত্রিপুরা যেন হাঁটছে। অবশ্য তখন বঙ্গ আর ত্রিপুরায় একই দলের সরকার ছিল। তবে এখন বঙ্গ আর ত্রিপুরায় ভিন্ন দুইটি দলের সরকার। কিন্তু ভোটের সময় দেখা যাচ্ছে দুইটি দল ভিন্ন হলেও ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে তাদের চরিত্র যেন এক। পাশাপাশি অনেকেরই মনে হচ্ছে যে, বঙ্গ এবং ত্রিপুরার শাসক দলের মধ্যে যেন অন্দরে অন্দরে একটা বোঝাপড়া বা মিল রয়েছে। ত্রিপুরায় তৃণমূল যেমন হৈ চৈ করে অন্য বিরোধীদের এক পাশে রাখতে চাইছে তেমনি বঙ্গেও নাকি বিজেপি হৈ চৈ করে বাম-কংগ্রেসকে খালি করে দিতে চাইছে। অর্থাৎ বিষয়টি নাকি এরকম যে, ত্রিপুরায় বিজেপি-কে দেখবে তৃণমূল আর বঙ্গে তৃণমূলকে দেখবে বিজেপি। বঙ্গে বাম-কংগ্রেসকে বিজেপি ও তৃণমূল যেমন দুর্বল করছে তেমনি ত্রিপুরায়ও বাম-কংগ্রেসকে নাকি দুর্বল করবে বিজেপি-তৃণমূল। ত্রিপুরায় যেমন ত্রিপুরা পুলিশে ভোট হলো তেমনি বঙ্গেও বঙ্গ পুলিশে ভোট হলো। অর্থাৎ দুইটি রাজ্যেই একই কায়দায় ভোট হলো। দুইটি রাজ্যেই যেন দেখা গেলো আসলে বাম-কংগ্রেসকে দুর্বল বা খালি করে দেওয়ার খেলা হলো নির্বাচনে।

প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হোক বিতর্কিত মন্তব্য সিধু'র

চভীগাড়, ২০ ডিসেম্বর।। ধর্মীয় বিরি[ু]দ্দে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ অবমাননার অভিযোগে পাঞ্জাবে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সামগ্রিক পরিস্থিতি থমথমে। এর মধ্যেই তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। এক জনসভায় তিনি মন্তব্য করেন, যাঁরা ধর্মের অবমাননা করেন তাঁদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই অবমাননার তীব্র নিন্দা করেছেন এর আগে। কিন্তু সকলেই গণপ্রহারের বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মালেরকোটলায় রবিবার এক জনসভায় সিধু এই ধারণা, গত বিধানসভা নির্বাচনের ধরনের ঘটনাকে একটি সম্প্রদায়ের মতোই পাঞ্জাবের আসন্ধ মারেন গ্রামবাসীরা।

করেন। তাঁর অভিযোগ, মৌলবাদী শক্তি পাঞ্জাবের পরিবেশ নম্ট করার চেষ্টা করছে। অপরাধীদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চন্নী রবিবার স্বর্ণমন্দিরে যান। পরিদর্শন করেন ঘটনাস্থল। ধর্মীয় অবমাননার ঘটনার তীব্র নিন্দাও করেন। পরে টুইটে ওই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের কথাও জানান। অপরাধীদের খুঁজে বার করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের

বিষয়টি ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। শনিবার সন্ধ্যায় স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা চলাকালীন আচমকাই এক ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব'-এর সামনে রাখা তরোয়াল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় তাঁকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই ধরনের আরও একটি ঘটনা ঘটে ওই রাজ্যের কাপূরথালা জেলায়। কাপূরথালার নিজামপুর গ্রামে একটি গুরুদ্বারে লাগানো শিখ পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে

তথ্য দিতে বাধ্য রাজ্য, পেগাসাস নাথ না পেয়ে ফের হুঁশিয়ারি রাজ্যপাল ধনখড়ের

কলকাতা. ২০ ডিসেম্বর । । দ'সপ্তাহ নিয়ে দই সদস্যের তদন্ত কমিশন পেরিয়ে গেলেও এখনও পেগাসাস-কাণ্ডের তদস্ত কমিশন সংক্রান্ত নথিপত্র পাননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ফের টইটারে রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লোকুরের নেতৃত্বে কমিশন গঠন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তাঁর করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সরকারি দাবি, সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করা রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। সোমবার রাজ্যপাল টুইটারে লিখেছেন, 'সংবিধানের ১৬৭ ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দিবেদী ২৬ জুলাই, ২০২১-এ তদস্ত কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি এবং কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত নথি দিতে বাধ্য। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনও নথি দিতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে।' গত শুক্রবার পেগাসাস-কাণ্ডের তদত্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গড়া কমিশনের কার্যকলাপের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এখনও বিতর্কে ইতি টানতে রাজি নন। গত শুক্রবার শীর্ষ আদালত কমিশনের কাজ স্থগিতের নির্দেশ দেওয়ার পরেও ফের রাজ্যের কাছে এ সংক্রান্ত নথি চেয়েছিলেন তিনি। গত ২৬ জুলাই পেগাসাস-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকুর এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে

গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে জানানো হয়, এনকোয়্যারি অ্যাক্ট (১৯৫২)-এর আওতায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র গত ৬ ডিসেম্বর চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজভবন। ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তা রাজভবনে পাঠাতে 'অনুরোধ' করা হয়েছিল। রাজ্যপালের অভিযোগ, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বিষয়টিতে কর্ণপাত করেননি। প্রসঙ্গত, অতীতেও ধনখড় একাধিকবার সংবিধানের ১৬৭ ধারার উল্লেখ করে বলেছেন, রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁকে জানানোটাই নিয়ম। এই প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, ওই ধারায় যা বলা আছে তাতে, রাজ্যপাল শুধুমাত্র রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেও সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে অবগত করাটা মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

আত্মঘাতী ছাত্ৰী

চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বর।। মেয়েরা নিরাপদ মাতৃজঠরে। মেয়েরা নিরাপদ কবরে। বার বার অত্যাচার সহ্য করতে করতে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী এ কথাই লিখেছিলেন। গত কয়েক দিন ধরে কী অবর্ণনীয় অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তা লুকিয়ে রয়েছে এই বাক্যগুলির মধ্যে। যা টের পায়নি তাঁর পরিবারও। শনিবার চেন্নাইয়ে নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন স্কুলছাত্রী। আত্মহত্যার আগে তিনি আরও লেখেন, 'যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক। প্রত্যেক মা-বাবা তাঁদের ছেলেদের শেখান, কীভাবে একটি মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।' শেষ করেন 'ন্যায়বিচার চাই' লিখে। সেখানেই লেখেন, তিন বার যৌন হেনস্থার শিকার হন তিনি। ঘণ্টাখানেকের জন্য বাজারে গিয়েছিলেন নির্যাতিতার মা। ফিরে দেখেন, তাঁর মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। সোমবার অত্যাচারে অভিযুক্ত ২১ বছরের কলেজ ছাত্রকে চেন্নাই থেকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ অপরাধের কথা কবুল করেছে। ওই তরুণীকে আরও কেউ হেনস্থা করেছিলেন কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এক পুলিশ কর্তা বলেন, "যৌন হেনস্থা করার পর থেকে নানাভাবে ওই তরুণ উত্যক্ত করছিলো ওই তরুণীকে। অশালীন মেসেজ এবং ছবি পাঠাচ্ছিলো। এই সবের আগে আট মাস ধরে ওই তরুণীর সঙ্গে

পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা

• তিনের পাতার পর পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেনস অ্যাক্ট ২০২০ অনুসারে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি ইস্যু করার জন্য সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। ডিজি লকারের মাধ্যমে দেশের যে কোন প্রান্ত থেকেও তা বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ড্রোন টেকনোলজির মাধ্যমে জমি চিহ্নিতকরণ, সীমানা নির্ধারণ সহ ম্যাপিং-এর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বামিত্ব অ্যাপের মাধ্যমে শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি জমির অ্যাপও তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। জমি সংক্রান্ত সমস্ত বৈশিষ্ট নিয়ে এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে জমির পাট্টাপ্রাপকদের জমি চিহ্নিতকরণ সহ সীমানা নির্ধারণের জন্য বনাধিকার অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে খুব কম সময়ে জমি চিহ্নিতকরণ সহ সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র (অগ্নিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা) দফতরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, সোমবার অনলাইনে ফায়ার এন ও সি প্রদানের পরিষেবা চালুর মধ্য দিয়ে রাজ্যে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের কথা ভেবেই এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার সঙ্গে নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এরই অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারের অগ্নিনির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা দফতর। অনুষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক এবং জরুরি পরিষেবা দফতরের সচিব অপূর্ব রায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনায় অনলাইনের মাধ্যমে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এন ও সি) প্রদান করার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যের এন আই সি'র সিনিয়র টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এ কে দে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দফতরের অতিরিক্ত সচিব ও ডিরেক্টর অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য্য। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে অনলাইনে ফায়ার এনওসি'র জন্য আবেদনকারীদের হাতে ফায়ার এন ও সি সার্টিফিকেট তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, দফতরের মন্ত্রী রামপ্রদাস পাল সহ অতিথিগণ।

ফের পতন নিফটি এবং

সেনসেক্সের

মুম্বই, ২০ ডিসেম্বর।। শেয়ার বাজারে থাবা বসাল ওমিক্রন উদ্বেগ। করোনা ভাইরাসের নতুন রূপের অভিঘাতে সোমবার বাজার খোলার পরেই হুড়মুড়িয়ে পতন ঘটল সূচক সেনসেক্স এবং নিফটির। ওমিক্রন উদ্বেগের জেরে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন বাজার খোলার পরে সেনসেক্স ১,১০০ পয়েন্ট পড়ে যায়। নিফটি ৩৩৯ পয়েন্ট খুঁইয়ে নেমে আসে ১৬,৬৫০-এরও তলায়। শুধু ভারত নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, কোরিয়া, হংকং-সহ বিভিন্ন দেশে শেয়ার সূচকের পতন'র খবর পাওয়া গিয়েছে সোমবার। বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব চলতি সপ্তাহে শেয়ার বাজারের উপরে কতটা পড়ে সে দিকে তাকিয়ে ছিল সংশ্লিষ্ট মহল। সোমবার সকালে লেন-দেন শুরু হতেই দেখা গেল দ্ৰুত মাথা নামাচ্ছে সূচক। এক সময় সেনসেক্স ১,১০৮ পয়েন্ট খুঁইয়ে নেমে আসে ৫৫,০০৩-এ। পরে সামান্য বাড়ে সূচক। গত ১৯ অক্টোবর সেনসেক্স পেরিয়েছিল ৬২ হাজারের গণ্ডি। মাত্র ১৯ মাসে ২৬ হাজার পয়েন্টের ওই উত্থানে আশার আলো দেখছিলেন বাজার বিশেষজ্ঞেরা। কিন্তু নভেম্বরের শেষ পর্বে ওমিক্রন উদ্বেগের জেরে তা ৫৭,১০৭-এ

আর্য কলোনি

 সাতের পাতার পর উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৭.৪ ওভারে মাত্র ১টি উইকেট হারিয়ে জম্যের রান তুলে নেয় আর্য কলোনি। রক্তিম সাহা ২৪ রানে অপরাজিত থাকে। এছাড়া হৃদয় কর্মকার করে ২২ রান।

বিলোনিয়ায় অনলাইন স্কোরিং-র উদ্বোধন

সাতের পাতার পর (বিসিসিআই) এবং জাতীয় ফুটবল রেফারি টিস্কু দে। অন্যান্য মহকুমাগুলিও আস্তে আস্তে এই পথে হাঁটবে বলে আশায় ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া

• সাতের পাতার পর বল বিকৃতির অভিযোগ নিয়ে অপমানে অধিনায়কত্ব ছাড়তে হয়েছিল স্মিথকে। ক্রিকেট থেকেই সাসপেভ হতে হয়েছিল এক বছরের জন্য। সেই অভিশপ্ত অধ্যায় ভুলে পড়ে পাওয়া সুযোগকে কাজে লাগালেন স্মিথ। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব পেয়েই ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করে দিলেন তিনি অনেকেই বলছেন অজি ক্রিকেটে অবশেষে শাপমুক্তি হল স্মিথের।

১৩ হাজার কোটি

 ছয়ের পাতার পর মহলের একাংশের ধারণা। 'কালা ধন' বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছে মোদির মুখে। মেহুল চোক্সী, নীরব মোদি, বিজয় মাল্যদের মতো আরও ঋণেখেলাপি রয়েছেন যাঁদের সম্মিলিত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি। সেই অনাদায়ী ঋণের পাহাড় ব্যাঙ্কগুলিকে যেমন দুর্বল করেছে, তেমনই সাধারণ দেশবাসীকে শঙ্কায় রেখেছে। এর পাশাপাশি একাংশ মনে করেন, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে আগামী দিনে ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য কতটা ফিরবে তা এখনই নিশ্চিত বলা না গেলেও সাধারণ মানুষের আমানতের সুরক্ষা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

আহত তিন

 পাঁচের পাতার পর মারে। টি আর ০৭-২৯১৭ নম্বরের অটো গাড়িটিতে থাকা চালকসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। অটো গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহতরা হলেন রাজ উদ্দিন (১৮) ইকবাল হোসেন (১৬) আবু মিয়া (১৭) তাদের বাড়ি অসমের করিমগঞ্জ জেলার বারই গ্রামে। আহতরা বর্তমানে সোনামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

লামার সাথে মোহন ভাগবত

পাশে থাকায় ভাগবতকে ধন্যবাদ জানান শেরিং। অপরপক্ষে সংঘ প্রধান আশ্বাস দেন, চিনের আগ্রাসনমুক্ত তিব্বতের পাশে সব সময় থাকবে ভারতের মানুষ। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনের ধরমশালা সফরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে ভাগবত। বলেন, ৪০ হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ভারতীয়র শরীরে রয়েছে একই ডিএনএ। রবিবার ভাগবতের এই বক্তব্য খণ্ডন করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, প্রকৃত হিন্দুরা মনে করেন প্রত্যেক ভারতীয়র ডিএনএ। আলাদা, হিন্দুত্ববাদীরা মনে করেন সব ভারতীয়র ডিএনএ এক।

১৮৩ কোটি চিচিংফাক

 প্রথম পাতার পর ও ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গিয়েছে, এই সময়ে ধলাই জেলায় ৫০ কোটি ২৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৫৩ টাকা, গোমতী জেলায় ৩০ কোটি ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭১৭ টাকা, খোয়াই জেলায় ৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৮ হাজার ৮০০ টাকা, উত্তর জেলায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৪৩ টাকা, সিপাহিজলা জেলায় ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০৬ টাকা, দক্ষিণ জেলায় ৬২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪১৬ টাকা, ঊনকোটি জেলায় ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৫১ টাকা এবং পশ্চিম জেলায় ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ১১৯ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। এমন বিশাল পরিমাণ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়লেও আশ্চর্যজনকভাবেই সোশ্যাল অডিটের তরফে কিংবা ব্লক-র তরফে থানায় কোনওরূপ এফআইআর দায়ের করা। হয়নি। কেন এফআইআর হয়নি এ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুধুমাত্র সিপাহিজলা জেলায় ১ জন এবং। উনকোটি জেলায় ১ জন। অর্থাৎ মোট ২ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে মাত্র। এমআইএস রিপোর্ট থেকে। রেগায় এই পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি ধরা পড়লেও দফতরের অভ্যন্তরে যেন কোনও হেলদোল নেই। জানা গেছে, ঠিক এই জায়গাতেই অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা। অন্তত এ যাত্রায়ও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েই সমস্ত কিছু পরিচালিত করছেন বলে অভিযোগ। যে পারদর্শিতার কাছে অন্যান্য আধিকারিকরাও হার মেনেছেন। অথচ আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে তাও কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না। যদি বিচ্যুতির ঘটনা ঘটেই থাকে তাহলে এফআইআর হচ্ছে না কেন? এ নিয়েও জোর গুঞ্জন রয়েছে। জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে রেগায় আর্থিক বিচ্যুতি ধরা। পড়েছে ৬৫ লক্ষ ৯২ হাজার ২ টাকা এবং মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির পরিমাণ ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৪৭ টাকা। অথচ এই সময়ে ত্রিপুরায় ১১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির মধ্যে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ৮৪টিতে। যা শতাংশের হিসেবে ৭.১৩ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী যতই তার আমলকে ক্লিন বলে উল্লেখ করে থাকেন, এই কেলেঙ্কারির ঘটনা যে বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না, তাও প্রায় পরিষ্কার এবং এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের জেলযাত্রাও যে নিশ্চিত তাও প্রায় অবধারিত।

লজ্জাষ্কর অবস্থানে রাজ্য

 প্রথম পাতার পর এবং ৩৮ নম্বর পেয়ে নাগাল্যান্ড পঞ্চম। অরুণাচল প্রদেশ ৩৭ নম্বর পেয়ে যয়্ঠ, ৩৫ নম্বর পেয়ে ত্রিপুরা সপ্তম, ২৫ নম্বরে মিজোরাম তালিকার একেবারে তলানিতে। এদিকে ৭২ নম্বর পেয়ে দেশে প্রথম স্থান দখল করেছে গুজরাট, কেরালা দ্বিতীয় হয়েছে ৭০ পেয়ে এবং তামিলনাড়ু ৬৪ পেয়ে তৃতীয়। ৫৪ নম্বর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ অষ্টম স্থানে। বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তলানিতে বিহার। বিহার এবং ত্রিপুরার নম্বর সমান-সমান, অর্থাৎ ৩৫ নম্বর। এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর স্বভাবতই রাজ্যের সাধারণ জনগণ কতটা সুস্বাস্থ্যজনিত পরিবেশে খাবার গ্রহণ করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রশ্ন উঠছে এই নিয়েও, যদি ফুড টেস্টিং এবং সেইজনিত পরিকাঠামোয় এতটা পিছিয়ে থাকে রাজ্য, তাহলে আদতে কতটা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যবাসীর ? রাজ্যে হাতে-গোনা কয়েকজন ফুড সেফটি আধিকারিক। বহুবার বলার পরেও বিষয়টি নিয়ে। হেলদোল নেই সরকারের শীর্ষ মহলের। যেভাবে জেলাগুলোতে ফুড সেফটি বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটিগুলোর কাজ করার কথা, তারাও সঠিকভাবে কাজ করছে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে ফুড সেফটি বিষয়ক ইনডেক্সে যে পাঁচটি ভাগ রয়েছে তার প্রথমটি হলো হিউম্যান রিসোর্স এবং পরিকাঠামোগত তথ্য। তাতে ২০ নম্বরে রাজ্য পেয়েছে ৭। অন্যদিকে কমপ্লায়েন্স বিভাগে ৩০ নম্বরের মধ্যে রাজ্য পেয়েছে ১১ নম্বর। ফুড টেস্টিং বিষয়ক পরিকাঠামো এবং নজরদারি বিভাগে ২০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রাপ্তি ৯ নম্বর। ট্রেনিং এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিভাগে ১০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের মোট প্রাপ্ত নম্বর ৫। অন্যদিকে কনজিউমার এমপাওয়ারম্যান্ট বিভাগে ২০ নম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রাপ্ত নম্বর ৩। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১০০ তে ৩৫। এই নম্বর যথেষ্ট রাজ্যবাসীকে বলার জন্য— আমরা প্রতিদিন কতটা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসে বেঁচে আছি!

নেই এফআইআর, সাসপেনশন

প্রথম পাতার পর তাকেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

ঋষ্যমুখ ব্লক অফিসের একটি সূত্র জানাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরেই এই টাকা তোলা চলছিল। বিডিও কিংবা পঞ্চায়েত অফিসার কী করে সেটা জানলেন না এতদিন, তা বোঝা কঠিন। কী করে সেই অ্যাকাউন্টে চেক'র সুবিধা রয়ে গেল, সেটাও রহস্য। কাউকে টাকা দেওয়ার হলে সেই টাকা তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাওয়ার কথা নির্দিষ্ট কাজের নিরিখে টাকা দেওয়ার নির্দেশ মোতাবেক। পঞ্চায়েত অফিসারকে ভিলেজ কমিটিতে যেতেই হয়, বিডিও'রও ভিজিটে যাওয়ার কথা। তাছাড়াও পঞ্চায়েত কিংবা ভিলেজ কমিটির খরচের হিসাব-নিকাশে স্বাভাবিক সুপারভিশনও থাকার কথা। সূত্রটির দাবি, হয় বিডিও,পঞ্চায়েত অফিসার নিজেদের কাজটি করেন না অথবা তারা সবই জানতেন, কেন চুপ করেছিলেন, তার তদন্ত হওয়া উচিৎ। তাদেরও এই ব্যাপারে ভূমিকা আছে কিনা, সেটা খতিতে দেখা দরকার, কারণ ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত কোনও এফআইআর নেই, যে যার জায়গায় বহাল আছেন, নেই সাসপেনশন। পঞ্চায়েত অফিসার জানলে বিডিও জানবেন বা উল্টোটাও। পঞ্চায়েত অফিসার বিদায় সংবর্ধনা পেয়ে গেছেন। সেই সত্রটি দাবি করেছে যে. এই ব্যাপারটি পঞ্চায়েতের সদর দফতরেও পৌঁছেছে। দফতরও এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। সবকিছু মিলিয়ে রহস্য প্রচুর, কে কাকে ধরে পার পাচ্ছেন বা এতে কোনু কোনু রাঘববোয়ালের হা-মুখ বন্ধ হয়েছে, সব খুঁজে দেখা দরকার। সেই সূত্রের মতে, খুঁটিনাটি ধরে হিসাব করলে টাকার অঙ্ক ১৫ লাখ পেরিয়ে যাবে। এডিসির নতুন কমিটি, তাদেরও কোনও আওয়াজ নেই। কাজ হচ্ছে না ভিলেজে অথচ কোনও প্রশাসনিক ক্রক্ষেপও আছে কিনা, বুঝা মুশকিল।

দাফতরিক বৈঠকে রাধা

• প্রথম পাতার পর ফিরে 'রাজ্য ভিত্তিক রিভিউ মিটিং' আয়োজন করতে হবে। এই ভাবনাতেই এগোচ্ছে দফতর। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে ছুটির দিনেও স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আমলারা দাফতরিক কাজ করবেন। অনেকটা এরই ইঙ্গিত হিসেবে গত রবিবার উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের রাজ্যভিত্তিক রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। শুধু রবিবার নয়, সোমবার সকালেও সেই রিভিউ মিটিং আয়োজিত হয় উত্তর জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে। গত রবিবার বিকাল ৫টা থেকে স্বাস্থ্য দফতরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটিতে পৌরহিত্য করেন দফতরের অধিকর্তা ড. রাধা দেববর্মা। উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অরুণাভ চক্রবর্তীর অফিসকক্ষে গত রবিবার রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি, ম্যালেরিয়া, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠকটি আয়োজিত হয়। উক্ত বৈঠকে গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের আধিকারিক ড. দ্বীপ দেববর্মা, ড. অনুরাধা মজুমদার সহ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রত্যেকটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উক্ত বৈঠকে নিজেদের জেলার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। তবে সাম্প্রতিককালে রাজ্যের কোনও দফতর রবিবারও রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত নিয়মিত যে দাফতরিক। বৈঠক করেছে, এই ঘটনা নজিরবিহীন। সোমবার উত্তর জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে যে বৈঠক সম্পন্ন হয় সেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নানা উন্নয়ন প্রকল্প ও বাড়ন্ত ড্রাগ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সামাজিক মাধ্যম ঃ অপরাধীরা গ্রেফতারহীন

আটের পাতার পর - সংঘাতের সূত্রপাত শাসকদলেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। রবিবার রাতে সোনারতরী বার-এ মদপ্য অবস্থায় সংঘর্ষের সূত্ৰপাত। আহত অমিতাভ দাস জানান, তিনি এবং সঞ্জয় দাস সোনারতরী গিয়েছিলেন। সেখানেই ঝুটনদের সঙ্গে ধাক্বাধাকি হয়ে যায়। আনন্দ উল্লাসের মধ্যে এই ঘটনাটি হয়েছে। আমরা বিষয়টি মিটমাট করে নিই সোনারতরীর ভিতরেই। কিন্তু সোনারতরী থেকে বের হতেই আমরা বাইরে ১০ থেকে ১১জনকে থাকতে দেখি। তাদের সামনে গেলেই মারতে আসে। কোনওরকমে ভুল হয়েছে বলে তাদের কাছে গোটা ঘটনার মীমাংসা করে নেওয়ার কথা বলে আমরা আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় নিজেদের বাড়ির দিকে রওয়ানা দেই। সঞ্জয়ের বাড়ি পিসি ইটভাটা এলাকায়। পুলিশ সদর দফতরের সামনে দিয়েই বর্ডার গোলচক্কর এলাকার জয়দুর্গা পাড়ায় যেতেই পথ আটকায় ঝুটন দাস, ভুট্টু, অভি, তীর্থ এবং রামু-সহ অনেকে মিলে।

কোনও কিছু বোঝার আগেই ঝুটনের নেতৃত্বে এই দুষ্কৃতিরা সঞ্জয়ের পিঠে ভোজালি দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয়। চিৎকার শুনে অনেকেই ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আসেন বিজেপির ১৯নং বুথের সভাপতি অজিত চৌহান। তিনি সহ আরও কয়েকজন মিলে আমাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সঞ্জয়ের অবস্থা গুরুতর। তাকে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পর লাইট হাউসের সামনে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। গোটা রাত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট চলে। আতঙ্কে গোটা এলাকাবাসীরাই ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না। বারবার থানায় ফোন করে যাচিছলেন তারা। এরপরই ঝুটন দাসের নেতৃত্বে একটি দল সর্দারপাড়ায় বিজেপির বুথ সভাপতি অজিত চৌহানের বাড়িতে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। অজিতের স্ত্রী জানান, রাতে তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। একজন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ঘরে দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে একাই ছিলেন।

এমন সময় টুটন দাস, শ্যামল দাস, অর্জীৎ দাস, কুটু দাস-সহ ১০-১২জন দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। ঘরের বাইরে বাজি ফাটাতে শুরু করে দেয়। তাদের হাতে পিস্তল এবং দা ছিল। টিনের ঘরের নিচ দিয়ে চার অভিযুক্তকে চিনতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন অজিতের স্ত্রী। অজিতের স্ত্রীর দাবি, আক্রমণকারীরা সন্ত্রাসী। বিনা কারণেই তাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছে। লাইট হাউসকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সংঘর্ষ তৈরি হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়। দুটি চক্র লাইট হাউসকে দখল করতে সক্রিয়। এই চক্রটি দিনের পর দিন আক্রমণ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বাড়িঘরেও। এসব ঘটনায় আখাউড়া সীমান্ত এলাকায় দিনদিন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক অভিযোগ স্থানীয়দের। পুলিশ এখন অভিযোগের অনেক পরে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। রাতের ঘটনার আতঙ্কে এখনও ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস দেখাতে পারছেন না স্থানীয়রা অনেকেই বলে দাবি করা হয়েছে

ছাত্রীদের সাফল্য সবার সামনে তুলে ধরা ইংরেজি শিক্ষক রাজীব দাস। তাদের জোড়া সাফল্য অনেকটাই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলো। রাজীববাবু তাদের প্রচারের আলোতে তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় বিয়ে

 আটের পাতার পর - করেছে। দ্বিতীয় মেয়েটিকে বিয়ে করার কথা পরিবারের লোকজন জানতে পেরে থানায় জানান। পুলিশ গিয়ে নাবালকের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। নাবালিকার বক্তব্য, ছেলেটি বিবাহিত তা সে জানতো না। তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

জিলা সভাধিপতি

 আটের পাতার পর - জমি জোর করে দখল নিয়েছে। এখন নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে থানার কাছে হাজির रराराइन धनक्षा। जिनि वरलन, জোর করে জমি দখলের প্রতিবাদ করায় স্বপন অধিকারী এবং শ্যামল তার উপর আক্রমণ করেছে। পঞ্চায়েতে এ নিয়ে তিনি অভিযোগও করেছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত বক্তব্য শোনেনি। বাধ্য হয়েই থানার আশ্রয় নিয়েছেন।

অর্থ-স্বচ্ছ

 ছয়ের পাতার পর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি। কোনো বস্তুরই নিজস্ব কোনো রং নেই। শুধু বস্তু তার নির্দিষ্ট ধর্মের মাধ্যমে আলো প্রতিসরণ বা প্রতিফলন বা শোষণ করে অথবা প্রতিসরণ, প্রতিফলন ও শোষণের মাধ্যমে তার রূপভেদ প্রকাশ করে। শুরুর দিকে এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বলছিলাম। মানুষের পেছনের আড়াল থেকে এক্সপেরিমেন্ট দেখতে না পারার ও রকম অসুবিধা দূর করার মতো কিছু উদ্ভাবন করা যেতে পারে হয়তো, এ-ই স্বচ্ছ অস্বচ্ছতার মূলনীতি থেকেই।

হাসপাতালে অসন্তোষ

আর কে পাবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পুরো হাসপাতালে এক একটি শিফটে সোয়াশ'র মতো তাদের ছয়জন/সাতজনকে একসাথে ছুটি দেওয়া হচ্ছে, ফলে এই পাঁচ-ছয় নিৰ্বাচন কঠিন হয়ে পড়ে। অন্তত পনেরজনকে ছুটি দেওয়া হলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হত বলে কর্মীরা মনে করছেন। অন্য হাসপাতালের তুলনায় জিবিপি হাসপাতালে কর্মী বেশি,আবার কাজও সবচেয়ে বেশি। এই হাসপাতালে সারা রাজ্য থেকে রোগী আসেন। সব হাসপাতাল এই হাসপাতালে রোগী রেফার করে। ডিএ না পাওয়ার ক্ষোভের সাথে ছুটিছাটা, ইত্যাদি নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। অসস্তোষ বাড়ছে পরিচালনা নিয়েও।

নোটিশ

আদালতের

 প্রথম পাতার পর এই কারণে তাকেও শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলা নিয়ে এখনও বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন নিহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মা। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি এখন বিচারের আশায় চেয়ে আছেন আদালতের দিকে। কিন্তু এই মামলাতেই প্রথমেই হোস্টাইল হয়ে যায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী আদালতে এসে বয়ান বদলে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সবটা নাকি শুধুমাত্র টাকার খেলা চলছে। টাকার বিনিময়ে ভিআইপি আসামিদের ছাড়িয়ে নিতে সব ধরনের চেস্টা হচ্ছে। এতসব অভিযোগের মধ্যেও নিহতের পরিবার আদালতে সুবিচার পাবেন বলে আশায় বুক বেঁধে রেখেছেন। কারণ বোধিসত্বকে শহরের কাশারীপট্টি এলাকায় নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগেও পুলিশের কাছে বক্তব্য দিয়ে গেছেন বোধিসত্ত্ব।

পৃষ্ঠা 💟

'দেশে ইজ অব লিভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেস পরিচিতি পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে'

অনলাইনে ফায়ার এনওসি প্রদান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা

ডিসেম্বর।। দেশে আজ ইজ অব লিভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেস পরিচিতি পেয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই ভাবনাকে সামনে রেখে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাপনায় অনলাইনের মাধ্যমে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এন ও সি) প্রদান ইজ অব লভিং ও ইজ অব ডুয়িং বিজনেসেরই অঙ্গ। সোমবার সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনলাইনে ফায়ার এনওসি প্রদান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যের নাগরিক সহ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যুক্তদের যাবতীয় পরিকাঠামো থাকা সত্তেও ফায়ার এনওসি পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হতো। যা সরকারি ক্ষেত্র সহ বেসরকারি ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুততার সঙ্গে পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা এবং বিগত দিনের আবাসিক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে



যুক্তদের হয়রানি লাঘব করার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ফায়ার এন ও সি প্রদান করার এই পরিযেবা চাল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ফায়ার এন ও সি'র জন্য অধিকাংশ আবেদন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে আসে। তাই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রথমে এই অনলাইনে ফায়ার এন ও সি প্রদানের পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন,

সেলফ সার্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি দেওয়া হবে। আবাসিক বিল্ডিং এর জন্য উচ্চতা ১৫ মিটার বা ১০০০ বর্গমিটার আয়তন এবং আবাসিক এলাকা ছাডা বিল্ডিং-এর জন্য উচ্চতা ৮ মিটার এবং আয়তন ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ক্ষেত্রেও সেলফ সার্টিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে অনলাইনে ফায়ার এন ও সি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই

এতদিন ধরে মন্দিরটি দখলকৃত

জমিতেই ছিলো। কিন্তু এদিনের

অভিযানের পর মন্দির সেই

জায়গায় থাকছে না বলেই প্রমাণিত

হয়ে গেলো। কারণ, প্রশাসনিক

লোকজন মন্দির চত্বর থেকে

পতাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী গাড়িতে

তুলে নিয়ে গেছে। এতদিন

মৌখিকভাবে মন্দির রক্ষার জন্য

ক্ষেত্রে যদি আবেদনকারীর প্রদত্ত সেলফ সার্টিফিকেট মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তা আইনের উপযুক্ত বিধান অনুসারে বিচারের আওতায় আনা হবে। তাই সেলফ সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশাই সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মখ্যমন্ত্রী বলেন, ফায়ার এন ও সি পাওয়ার ক্ষেত্রে অনলাইনে ই-ডিস্ট্রিক্ট • এরপর দু**ই**য়ের পাতায়

টেস্ট কমালো রাজ্য প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা নামলো

মাত্র ১। আগামী ফেব্রুয়ারিতে যখন করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়। বহু বছর আগে কলেজটির একটি খেলার মাঠ পর্যন্ত গড়ে আশঙ্কা দেখছেন কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। দফতরের বিশেষজ্ঞরা, এই সময়ে উদ্বোধনের পর থেকেই কলেজটি ত্রিপুরায় ২৪ ঘণ্টায় সোয়াব পরীক্ষা নামলো মাত্র ৮৪৬জনে। তাদের ধুঁকছে। ২০০৯ সালে ঘটা করে প্রায় মধ্যে একজন পজিটিভ শনাক্ত ১৭টি বিভাগ নিয়ে রাজ্যের হয়েছেন। করোনা মুক্ত হয়েছেন হাজারো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বপ্নের এই সময়ে ৭জন। সোমবার স্বাস্থ্য তরঙ্গ তুলে যাত্রা শুরু করেছিল দফতরের হিসেবে ৫৩জন পজিটিভ ভেটেরিনারি কলেজ। রাজ্যের রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। একমাত্র ভেটেরিনারি কলেজটিকে এদিকে দেশে নতুন করে আরও ৬ ঘিরে প্রথম দিন থেকেই নানা হাজার ৫৬৩ জনের করোনা না-থাকার অভিযোগ। এতগুলো আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই বছর পরেও উপযুক্ত পরিকাঠামোর সময়ে মারা গেছেন ১৩২জন। অভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে কলেজটি। একদিকে যখন হাতেগোনা কয়েকটি কলেজে চূড়ান্ত মনোযোগ সহকারে পরিকাঠামো গড়ার কাজ চলছে,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।।

চাকরিচ্যত ১০৩২৩ শিক্ষক অনুপ

উরাং হত্যা মামলায় তিনজনকে

পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠালো

আদালত। তাদের মধ্যে ধত সঞ্জয় ওরাং খুনের দায় পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। সে নিজেই খন করে অনুপের দেহটি কুয়োতে ফেলেছিল বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছে। আদালত সঞ্জয়-সহ তিনজনকে রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। গ্রেফতার অপর অভিযুক্ত অঞ্জলি ওরাংকে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিয়েছে আদালত। সোমবার খনের এই মামলাটি পশ্চিম জেলার সিজেএম কোর্টে হাজির করা হয়। রবিবারই সকালে মোহনপুরের মেঘলিবন চা বাগানের একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে ১০৩২৩'র শিক্ষক অনুপ উরাংয়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। সন্ধ্যায় এলাকাবাসীরা খুনিদের অভিযোগে সঞ্জয় উরাংয়ের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। গ্রামবাসীরাই খুনদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ একই পরিবারের চারজনকে গ্রেফতার করে। এদিকে, অনুপের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা। সোমবার ডালিয়া দাস, কমল দেব-সহ আরও বহু চাকরিচ্যুত শিক্ষক পুলিশ সদর দফতরের সামনে জড়ো হয়ে দ্রুত সব অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে। একই সঙ্গে ডালিয়া জানান, শহরে ১০৩২৩'র শিক্ষক চাকরি হারিয়ে দোকান দিয়েছিলেন। তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। ১৫জন মিলে রাস্তায় ফেলে মেরেছে ওই শিক্ষককে। বাইক বাহিনী এভাবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের উপর নিয়মিত আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু পুলিশ কাউকেই আটক করে না। আমরা এই কারণেই বুঝতে পারছি পুলিশের পরোক্ষ মদতেই এসব আক্রমণ হয়। যদি না হতো পুলিশ বাধা দিতো। দোষীদের গ্রেফতারও করতো। এসব আক্রমণের জন্য আমরা গত ১৬ ডিসেম্বর রাজ্য পুলিশের ডিজিপি'র কাছে চিঠি দিয়ে সময় চেয়ে ছিলাম। দেবনাথকে মহকুমা কমিটির তিনি সময় দেন না। শিক্ষকদের উপর

হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা

বিক্ষোভ দেখিয়ে যাবো।

রাতেঘরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, विশालगण्, ২০ ডि स्मिस्त ।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় বিশালগড় মহকুমার মধ্য ব্রজপুর এলাকার গৌতম দেব'র ঘরে। ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ তার ছোট ভাই উত্তম দেব'র বিরুদ্ধে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাদের বাবা। বৃদ্ধের দাবি, ছোট ছেলে তার বড় ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করেনি। সে শুধুমাত্র ঘরে ঢুকে খাট খুলেছিলো। পরে গৌতম দেব নিজেই ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। এমনকী ঘরের সামনে কেরোসিন ঢেলে দেয় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ওই বাড়ির চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গ্রাম প্রধানের স্বামীও ছুটে আসেন। তাদের সামনেই পুরো ঘটনা। পরবর্তী সময় বিশালগড় থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। তবে কোনও ভাইকেই বাড়িতে দেখা যায়নি। হয়তো দু'জনেই ওই সময় গা-ঢাকা দিয়েছেন। গৌতম দেব'র স্ত্রীর অভিযোগ, প্রতিদিনই বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ে ঝগড়া লেগে থাকে। এর জন্য তিনি বড়দেরকেই দায়ী করেছেন। তার অভিযোগ, এদিন মদমত্ত অবস্থায় দেবর উত্তম দেব তার অভিযোগ উঠে এই আইএএস স্বামীকে মারধর করে। এমনকী অফিসারের বিরুদ্ধে। উচ্চ ঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর আদালতে এই ঘটনায় জনস্বার্থ করে। তিনি এই ধরনের ঘটনায় মামলা জমা পডে। অন্যদিকে, একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পশ্চিম থানায়ও শৈলেশ যাদবের পড়েছেন। তাই পুলিশের দ্বারস্থ বিরুদ্ধে মামলা হয়। রাজ্য সরকার হয়েছেন বিচার পাওয়ার আশায়। এই ঘটনায় শৈলেশ যাদবকে

লে নিলো উচ্চ আদালত প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাসপেন্ড করে। গত ৫ মে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ শৈলেশ যাদবকে আগরতলার

পোস্টিংয়ের নিষেধাজ্ঞা

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। বিয়েবাড়ি কাণ্ডে স্বস্তি পেলেন পশ্চিম জেলার প্রাক্তন জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। প্রায় ৮ মাস পর শৈলেশ যাদবের উপর থেকে আগরতলায় পোস্টিং না দেওয়ার নির্দেশ তুলে নিলো উচ্চ আদালত। তার বিরুদ্ধে সাসপেন্ডের নির্দেশ অবশ্য আগেই তুলে নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তিনি বর্তমানে চারটি জেলার কোভিড বিষয়ে দেখাশোনার জন্য নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তার পোস্টিং তেলিয়ামুড়া। এই বছর মে মাসের শুরুতেই গোলাপ বাগান এবং মাণিক্য কোর্ট বিয়েবাডিতে রাতে অভিযান করেছিলেন তৎকালীন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক শৈলেশ যাদব। দুটি বিয়েই পণ্ড করে দিয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল, রাতে মহিলাদের গ্রেফতার করার। পাত্রকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ জেলাশাসকের বিরুদ্ধে। বিয়েবাড়ি কাণ্ড নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। পুলিশকেও হেনস্থার

বাইরে বদলি করতে নির্দেশ দেয়। তদন্তের স্বার্থে দ্রুত বাইরে পোস্টিং দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া

বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য উঠে। শৈলেশের পক্ষে সওয়াল করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট সম্রাট কর ভৌমিক। তিনি দাবি



হয়। যথারীতি আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার শৈলেশ যাদবকে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক হিসেবে বদলি করেন। সেখান থেকে পরবতী সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোভিডের নোডাল অফিসার হিসেবে তেলিয়ামুড়ায়। জেলা প্রশাসনের কোনও কাজেই যুক্ত রাখা হয়নি শৈলেশকে। গত মাসেই বিয়েবাড়ি কাণ্ডে উচ্চ আদালতের গঠিত তদস্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। সোমবার জনস্বার্থ মামলাটি প্রধান

তুলতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অডিটোরিয়াম এই কলেজের সঙ্গে

যুক্ত সকলের কাছেই একটি অলীক

স্বপ্ন। কলেজের চারপাশ ঘিরে যে

আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। প্রতিবছরই

ঘটে যেতে পারে ছাত্রছাত্রীদের। বাউন্ডারি ওয়াল, তার কাজও

ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের যে অর্ধনির্মিত। ফলে প্রায়শই চরি.

শৌচালয়, সেগুলোর অবস্থাও ছিনতাই এবং বহিরাগতদের অবৈধ

করেন, তদন্তের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মামলায় প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা আর নেই। উচ্চ আদালত শুনানির পর শৈলেশ যাদবের বিরুদ্ধে আগরতলায় পোস্টিং না দেওয়ার নির্দেশটি তুলে নেয়। এদিকে, প্রশাসন সুত্রের খবর, এই সপ্তাহেই শৈলেশ যাদবকে আগরতলা গুরুত্বপূর্ণ একটি দফতরে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ আদালতের রায়ের জন্যই শৈলেশকে আগরতলায় পোস্টিং দেওয়া যায়নি।

কারণে এর সংস্কার হয় না।

ভেটেরিনারি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা

করেও ছেলে মেয়েরা বেকার পড়ে

আছে। কলেজেও দীর্ঘদিন ধরে

নিয়োগ বন্ধ। ডেপুটেশনে আসা

কয়েকজন চিকিৎসকদের উপর

নির্ভর করে কলেজটি চলছে। এমনও

বিভাগ রয়েছে যেখানে একজন করে

অধ্যাপক বা সহকারি অধ্যাপক।

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় প্রতিদিন

কি পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটছে, তা বলে

বোঝানো যাবে না। কোনও কেন্দ্রীয়

দল এই কলেজের পরিদর্শনে এলে.

কলেজ চত্বরে উন্নয়নমূলক কাজের

একটি বাহানা শুরু হয়ে যায়। বাম

এবং রাম, দুই আমলেই কলেজটি

একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে। দফতরের

করতে পারলো না কেউ-ই।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, টেনেও শেষ পর্যন্ত মন্দির রক্ষা বিলোনিয়া, ২০ ডিসেম্বর।। দলীয়ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিলো কোনওরকমভাবে যেন মন্দিরটি রেখে দেওয়া যায়। মন্দির রক্ষার জন্য তারা এলাকার পরিবেশ



বলা হয়েছিলো মন্দির যদি স্থায়ী হয় তাহলে সেখানে নেশাখোরদের আড্ডা থাকবে না। আর যদি মন্দির না থাকে তবে এলাকাটি নেশাখোরদের আড্ডাস্থলে পরিণত হবে। কিন্তু নেশাখোরদের উদাহরণ

জায়গাটি বন দফতরের। অনেক দিন ধরেই মন্দির কর্তৃপক্ষকে বলা হচ্ছিলো মন্দিরটি যেন স্থানান্তরিত করা হয়। তা না হলে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হয়তো শাসক পক্ষের সমর্থিত হওয়ায়

যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু এদিন যখন প্রশাসনিক লোকজন মন্দির উচ্ছেদ করতে আসে তখন জোর খাটিয়ে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। তবে জোর খাটাতে গিয়ে উল্টো বাধাদানকারীদেরই আঘাত পেতে হয়। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় পুলিশ প্রশাসনও চুপ ছিলো না। এলাকা সূত্রে খবর, বেশ কয়েকজন সস্ত আক্ৰান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তারা পরিস্থিতি সামলে নেন। হয়তো ঘটনাটি নিয়ে বাড়াবাড়ি হলে সরকারেরই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিস চত্ত্বে দীর্ঘদিন ধরে দালালদের রমরমা ব্যবসা চলছে। অফিসে গেলে দালাল ছাড়া কোনো ধরনের নথিপত্র বের করা একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, দালাল চক্রের সাথে অফিসের একাংশ লোকজনের যোগসাজশ আছে। অভিযোগ, নাগরিকদের পরোক্ষে বাধ্য করা হয় দালালদের মাধ্যমে কাজ করানোর জন্য। তাই দালালরাও সেই সুযোগে অফিসারদের সিলমোহর থেকে শুরু করে অন্যান্য আবেদনপত্র নিয়ে বসে থাকে। টাকার বিনিময়ে অতি সহজেই নথিপত্র বের করে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েকবার প্রশাসনিক কর্তারা হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছিলেন দালালদের মাধ্যমে ভয়ো সার্টিফিকেট বের করা হচ্ছে। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো গেলে মনে হবে যেন তারাও

দালালরা আরও বেশি করে নিজেদের চক্রকে সক্রিয় করে তুলেছে। তাদের মাধ্যমে দুর্নীতি কায়েম হয়েছে বলে অভিযোগ। থাম থেকে আসা নাগরিকরা প্রাথমিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন সম্মুখীন হতে হয়। তহশিল অফিস থেকে শুরু করে রাজস্ব দফতর সর্বত্রই দালালদের রাজত্ব চলছে। সাধারণ মানুষের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দালালরা। উপাধ্যক্ষ

বদনাম হবে, তাই সবাই ঘটনাটি

रक्रम करत निराग्रहन वरल

এলাকাবাসীর অভিমত।



না কিভাবে কোনো নথিপত্র বের করা হয়। তাই দালালদের দ্বারস্থ হতে গিয়ে তাদের অর্থ খরচ করতে হয়। মহকুমাশাসক অফিস চত্তুরেই এখন টেবিল-চেয়ার নিয়ে দালালরা বসে গেছে। হঠাৎ কেউ হয়নি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকারি কর্মচারী। সাধারণ মানুষ বিশ্ববন্ধ সেন কয়েকবার এ বিষয়ে সরব হলেও কেন প্রশাসনিক কর্তারা দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। কেউ কেউ আবার বলছেন, সবকিছুর সাথেই রাজনীতি জড়িয়ে আছে। সেই কারণেই সব জানা সত্ত্বেও মুখ

হাসপাতাল এখন চোরের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়পরিজনরা

উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। পড়েছেন। কখনও মোবাইল, উদয়পুরস্থিত গোমতী জেলা কখনও আবার টাকা, কখনও আবার স্বর্ণালঙ্কার চুরি হচ্ছে। এ যেন হাসপাতাল নয় চোরদের কারখানা। এতসব ঘটনার পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ক্রমাগত চোরের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিকায় আছে। গত শনিবারও এক হচ্ছেন। প্রতিদিনের চুরির ঘটনায় ব্যক্তির কাছ থেকে মোবাইল চুরি রোগী ও তাদের আত্মীয়পরিজনরা হয়। সাব্রুম হরিনার বাসিন্দা সূভাষ

হয়েছিলেন। শনিবার রাতে তিনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখনই কে বা কারা তার মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানানো হলে তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে রবিবার সুভাষবাবু আরকেপুর থানায় লিখিত

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এখনও সভ্য সমাজকে। এই কলেজে কলেজটির উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্র্যাকবোর্ডে চক নিয়ে ক্লাস করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য গত ১৩ বছরে বরাদ্দ হয়, কিন্তু কোনও এক অজানা রাস্তায় নামতে ব্যর্থ আশু'র হাতেই ব

সূচনীয়। ব্যবহারের অনুপযোগী

শৌচালয়গুলো লজ্জায় ফেলবে

দালানবাড়ি যেভাবে অর্ধনির্মিত

ছিল, ঠিক ওইভাবেই পড়ে আছে

কলেজটি। প্লাস্টার খসে পড়ছে

চারদিকে। যে কোনও সময় বিপদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ধ্যায়িত শান্তিরবাজার,২০ ডিসেম্বর।। ৪৬ মাস পরেও যারা পতাকা হাতে রাস্তায় নামতে পারেননি তাদের হাতেই দলের দায়িত্ব দিলেন সিপিআই(এম)-র উপর মহলের নেতারা। যার ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ শান্তিরবাজার সিপিআই(এম)-এর তৃণমূল স্তরের কর্মীরা। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকেই তৃণমূল স্তরের কর্মীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। দৈহিক নির্যাতনের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। এক কথায় তাদের হাতে ও ভাতে মারার উপক্রম চলছে। আর তাদেরকে যারা পরিচালনা করেন তারা প্রথম থেকেই ঘরে বসে আছেন। অথচ দল পরিচালনার জন্যে এখনও সেই নেতাদের উপরেই ভরসা দেখাচ্ছে মেলারমাঠ। এক কথায় সিপিএম এখন গট-আপ গেম খেলছে বলে খোদ দলীয় কর্মীরা অভিযোগ করছেন। কারণ, এতসব আক্রমণ ও হামলার পরও উপর মহলের নেতারা রাস্তায় নামতে ভয় পান। শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। খোদ দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ওই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আশু

সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছে। সেই কারণেই নিচু স্তরের

অন্যদিকে ঠিক ততটাই

অমনোযোগের সঙ্গে চলছে বহু

কলেজ। ডিজিট্যাল ক্লাসরুম তো

দুরের কথা, উক্ত কলেজটিতে

হচেছ। কারণ, অনেকেই পরীক্ষিত চেয়ে ছিলেন মডাসিং-এর হাতে দায়িত্ব দেওয়া হোক। একমাত্র তিনিই রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার সাহস দেখিয়েছেন। আশু দেবনাথকে ঘরে বসে থাকা ছাড়া

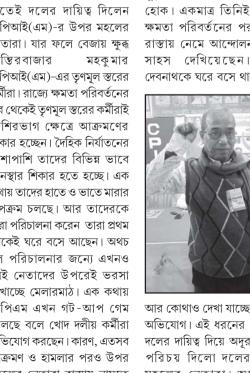


আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই ধরনের নেতাকে দলের দায়িত্ব দিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলো দলের উপর মহলের নেতারা। অনেকেই বলছেন, এই সিদ্ধান্তের পর শান্তিরবাজারে দলের পতাকা হাতে মাঠে নামার লোক খুঁজে পাবে না সিপিআইএম। বিধানসভা নির্বাচনের পর শান্তিরবাজারেই ঢুকতে পারেননি। আগামীদিনেও শান্তিরবাজারে ঢুকতে পারবেন কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।এর চাপালেই হবে না। কারণ, অন্য নেতারা যেহেতু রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন সেই জায়গায় আশু দেবনাথ কেন মুখ লুকিয়ে রেখেছেন — প্রশ্ন দলীয় কর্মীদের। তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠেছিলো। রাজ্য নেতাদের কানেও গিয়েছে সেইসব অভিযোগ। তা সত্ত্বেও কোন্ জাদুকাঠিতে তার উপর এতটা ভরসা দেখাচেছন মেলারমাঠের নেতারা তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। শান্তিরবাজারে এবার পুর নির্বাচনে দল একজন প্রার্থীও দাঁড় করাতে পারেনি। এর চাইতে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে। অভিযোগ, আশু দেবনাথদের মতো নেতাদের কারণেই ২০১৮ সালের ভোটের আগে অনেক সিপিআইএম নেতা-কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কারণ তারা বুঝে গিয়েছিলেন পুনরায় যদি সিপিআইএম ক্ষমতায় আসে তাহলে আশু দেবনাথদের মতো নেতাদের কারণে প্রকৃতরা বঞ্চিতই থেকে যাবেন। দল ক্ষমতায় না এলেও আশু দেবনাথদের ক্ষমতা যে কমেনি তা এদিনের সম্মেলন শেষে আবারও স্পষ্ট হয়ে গেলো। তবে এই ধরনের ক্ষমতা দলের স্বার্থে কাজে আসবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। শান্তিরবাজারে ভবিষ্যতে সিপিএম যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁডাবে তা বলা মুশকিল।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন এই কলেজটিকে নিয়ে। আর কে নগরে অবস্থিত এই কলেজটি আদতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষার কাছে এক কলক্ষের নাম। ওসি'র অনুপস্থিতিতে গাঁজা কারবারিদের

পোয়াবারো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২০ ডিসেম্বর।। এ যেন কমলাসাগর এলাকার গাঁজা চাষিদের জন্য রাত্রিকালীন সুর্যোদয়। মধুপুর থানার ওসি তপন দাস ১৫ দিনের ছুটিতে আছেন। কিন্তু তার অনুপস্থিতিকেই কাজে লাগিয়েছে গাঁজা কারবারিরা। অনেকে বলছেন, গাঁজা কারবারিদের এখন অসময়ে দীপাবলি চলছে। তাদের একটাই লক্ষ্য, ওসি তপন দাসকে বিদায় করা। তবে এই বিদায় সাময়িক হলেও তাতেই পোয়াবারো হয়ে উঠেছে গাঁজা কারবারিদের। সিপাহিজলা জেলার একমাত্র ওসি হিসেবে তপন দাসই রাত্রিকালীন সময়েও গাঁজা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করছেন। গত দুই বছর ধরে ওই থানা এলাকায় গাঁজা চাষিদের কি ধরনের রমরমা চলছে তা সবার জানা। তাই ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে তপনবাবু একের পর এক অভিযান সংগঠিত করেন। এতে গাঁজা চাষিরা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। এখন যেহেতু ১৫ দিনের জন্যে ওসি ছটিতে আছেন, তাই তারাও জেগে উঠেছেন বিগত দিনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে। ১৫ থেকে ২০ দিনে অনেকেরই গাঁজা চাষের ফসল ঘরে উঠবে। তাই তপন দাস আসার আগেই ফসল উঠিয়ে নেওয়ার তোড়জোড় চলছে। দাবি উঠছে, ওসি না থাকলেও পুলিশের উপর মহলের কর্তারা যেন অন্য কাউকে দিয়ে হলেও গাঁজা চাষিদের বেআইনি কাজে বাধা দেয়। তবেই বোঝা যাবে পুলিশ কর্তারাও চাইছেন গাঁজা চাষ নিৰ্মূল হউক।



ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবিতে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে অকালবৃষ্টিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুরেও ধান, সবজি, আলু, পান চাষিরা ফসলহানির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমন ধানের ফসল কেটে ঘরে তোলার মুখে এই অকাল বৃষ্টিপাত ব্যাপকভাবে ফসলহানি ঘটিয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি নস্ট হয়েছে। মাটির নিচে ও উপরে আলু গাছ পচে নস্ট হয়েছে। পানের ক্ষেতেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমনিতেই কৃষি অলাভজনক। তার উপরে সার, বীজ, ওষুধের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বাড়ছে প্রতিদিন। কিন্তু ফসলের বিক্রয় মূল্য বাড়ছে না। এর মধ্যে অসময়ে প্রকৃতির এই ধরনের আঘাতের ফলে সংকটের বোঝা কৃষকদের কাছে অসহনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, মহাকুমাশাসকের মারফত রাজ্য সরকারের নিকট ক্ষতিথস্ত

উ দয় পুর কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করলো অখিল ভারত কৃষক মহাসভা ও সিপিআই (এমএল) কমিটি। এদিন উদয়পূরের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করে। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের উৎপাদন খরচের মাপকাঠিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ফসল বিমাভূক্ত ও বিমা বহিভূতি ক্ষতিগ্ৰস্থ আমন ধান চাষিদের সবাইকে ক্ষতিপুরণ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্থ সবজি, আলু ও পান চাষিদের উৎপাদন খর চের ক্ষতি পুরণ প্রদান সহ মোট ছটি দাবিতে এদিনের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।



হবে।তবে শক্রতার যোগ দেখা যায়।

অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও

হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো

থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির

ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায়

শত্রুতার যোগ দেখা যায়।

আজ রাতের ওযুধের দোকান

সাহা মেডিসিন

৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

বঙ্গের ভোট লুগুনের প্রতিবাদে রাজ্যে মিছিল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। তৃণমূল কংগ্রেসই পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের পতন ঘটিয়েছিল। মমতা ব্যানার্জীর দল তৃতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পর এবার ত্রিপুরা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গে কিছু পুর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিযোগ, ওই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের

বিজেপি'র কায়দায় ভোট লুট করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাই এ রাজ্যের সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ময়দানে নামে। দলের পশ্চিম জেলা কমিটির কার্যালয়ের সামনে থেকে পবিত্র কর, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, রতন দাসদের নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ

চৌমুহনিতে গিয়ে তারা সভায় মিলিত হন। সেখানে ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতারা অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে পুর সংস্থার নির্বাচনে শাসক দল গোটা প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা এ রাজ্যে এসে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করে। অথচ তাদের রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিদিন লুষ্ঠিত হচ্ছে। এক কথায়

বামেরা এদিন রাজ্যবাসীকে সতর্ক করতে চেয়েছে। পবিত্র কর বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুর নির্বাচনে কি ধরনের ঘটনা হয়েছে তা দেশবাসী দেখেছে। তৃণমূল মুখে বলছে তারা বিজেপি'র বিরোধিতা করে। অথচ দেশের যে প্রান্তে বিজেপি বিপদে আছে সেখানে তারা ছুটে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ত্রিপুরা, গোয়া, মেঘালয়ের মত রাজ্যে বিজেপি'র ত্রাতা হিসেবে যাচ্ছে তৃণমূল নেতারা। দেশের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে বিজেপি বাদে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল একত্রিতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তাতে সহযোগিতা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিবৃতি দিয়ে সহযোগিতা করেছে। এই গত এক বছরে এই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কৃষকরা এবং দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন ধর্মঘট ডেকেছে সবাই সমর্থন করেছে বিজেপি বাদে। কিন্তু তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। এক কথায় পবিত্র কর বোঝাতে চেয়েছেন জাতীয় স্তরে পরোক্ষে বিজেপি'র হয়ে কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

কাঠিয়াবাবার আবির্ভাব তিথিতে যজ্ঞানুষ্ঠান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবার ১০৮তম আবিৰ্ভাব তিথি মহোৎসব উপলক্ষে অখিল ভারতীয় সনাতন ধর্ম সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে সোমবার শহরের শিববাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠান আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ভগবত গীতাপাঠ, কীর্তনও চলবে এক সাথে। প্রথম দিনের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়েছিল মন্দির চত্বরে। ভক্তদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গেছে।

প্রতিনিধিমূলকভাবে সংশ্লিষ্ট

অতিরিক্ত মহকমাশাসকের কাছে

ডেপটেশন প্রদান করা হয় বেলা

১২টা নাগাদ। তৃণমূল কংগ্রেসের

অভিযোগ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার

চরম অবনতি হয়েছে। বেকারদের

যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি

গণ-অবস্থান তৃণমূল কংগ্রেস যাতে এ রাজ্যে শক্তি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বৃদ্ধি না করতে পারে তার জন্য আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, কর্মসংস্থানে

বাম ছাত্র যুবদের

আউটসোর্সিং বন্ধ করার দাবিতে

সোমবার শহরে সরব হয় চারটি বাম

ছাত্র যুব সংগঠন। আগরতলার সিটি

সেন্টারের সামনে তাদের উদ্যোগে দুই ঘন্টার গণ-অবস্থান সংগঠিত হয়। বাম ছাত্র সংগঠন প্রথম থেকেই শিক্ষায় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি বাম যুব সংগঠনও সরকারি দফতরে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগের বিরোধিতা করছে। এদিন বেলা ১২টা থেকে শুরু হয় গণ-অবস্থান।ভাষণ রাখতে গিয়ে বাম ছাত্র যুব নেতারা বিজেপি সরকারকে ছাত্র বিরোধী এবং বেকার বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। তারা অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মানুষের দুর্দশার শেষ নেই।অথচতারাই ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিবছর বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ৫০ হাজার চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ১০৩২৩ শিক্ষকদেরও চাকরি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। কিন্তু এখন একটি প্রতিশ্রুতিও তারা পালন করছেনা।বরং বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দফতরে আউটসোর্সিং-এ লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও প্রায় প্রতিবছরই কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে। কিন্তু এখন আর নিয়োগ হচ্ছে না। সব নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এক প্রকারে। বরং বেসরকারিকরণের দিকে এগুচ্ছে সরকার। এদিনের গণ-অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফ'এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সভাপতি পলাশ ভৌমিক, টিএসইউ'র নেতাজি দেববর্মা, এসএফআই'র সম্পাদক সন্দীপন দেব এবং সভাপতি বিজয় বিশ্বাস।

জোরপূর্বক জমির উপর দিয়ে রাস্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। জোরপূর্বক জোত জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করছে প্রশাসন। চড়িলাম ব্লুকের বাতানমুড়া এডিসি ভিলেজ এলাকার এই রাস্তা ঘিরে স্থানীয় নাগরিকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সোমবার এলাকার মহিলারা এগিয়ে এসে রাস্তা নির্মাণের বিরোধিতা করেন। রাস্তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রহর দেববর্মা, মায়া রানি দেববর্মা, রাজ্যপাল দেববর্মা, গান্ধী দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, সুশীল দেববর্মা-সহ আরও অনেকে। তাদের বক্তব্য, যদি এই রাস্তা নির্মিত হয় তাহলে প্রচুর সংখ্যক কৃষকের ক্ষতি হবে। কারণ, এই রাস্তা নির্মিত হলে জল নিষ্কাশন হবে না। এক কথায় অবৈজ্ঞানিকভাবে এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে ভিলেজ চেয়ারম্যান অবশ্য দাবি করেছেন জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। তার দাবি এলাকাবাসীকে জানিয়েই কাজ চলছে। অর্থাৎ জোরপূর্বক জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ খণ্ডন করেছেন তিনি। বাতানমুড়া ভিলেজ থেকে দক্ষিণ চড়িলাম করইমুড়া



রাস্তা পর্যন্ত শত শত কানি জমি আছে। যদি জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মিত হয় তাহলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কারণ, এই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে জমির উপরে ওয়াল নির্মাণ করে। যার ফলে মাঠে বৃষ্টির জল জমলে তা বের হওয়ার সুযোগ থাকবে না। জল নিষ্কাশনের জন্য যে রাস্তার কথা বলা হচ্ছে তা কোনোভাবেই কৃষকদের দুর্দশা কমাতে সহায়ক হবে না। কৃষকরা চাইছেন রাস্তা নির্মিত হোক তবে তা যেন কারোর ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। পিলার দিয়ে রাস্তা নির্মিত হলে জল জমতে পারে। তাই কৃষকরা চাইছেন রাস্তা নির্মিত হলে জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাই এলাকার আইনজীবী কেশরাম দেববর্মার সাথে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেশরামবাবু এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মার সাথেও কয়েকবার এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, এলাকাবাসীর সমস্যাটুকু যেন গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমডিসি এলাকায় এসে রাস্তা নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেননি। এদিকে, ভিলেজ চেয়ারম্যান বিনয় দেববর্মার দাবি, রাস্তা নির্মিত হলে কৃষকদের কোনো ক্ষতি হবে না। তার নিজেরও সেখানে জমি আছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন নিজের জমির ক্ষতি হোক তা কেন চাইবেন ? তাই স্থানীয়দের ভরসা রাখার কথা বলেছেন তিনি। এদিকে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, তাদেরকে আগেই রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। এমনকী কৃষকরা কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেখাতে বলেছিলেন, কিন্তু সেটাও করা হয়নি। তাই দাবি উঠছে অবিলম্বে প্রশাসন যেন বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। তা না হলে কৃষকদের হাহাকারের কোনো জবাব দিতে পারবেন না প্রশাসনিক কর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা।

২০১৮ সালের বিধানসভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।।** কথায় আছে পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। হয়তো সেই ফর্মুলাতেই চলছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার একসাথে বেশ কয়েকজন পুরোনো বিজেপি নেতা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তাদেরকে দলে বরণ করে নেন সুবল ভৌমিক, রাজীব ব্যানার্জী এবং আশিস দাস। যোগদানকারীদের মধ্যে অনেকেই বিগত দিনে বিজেপি'র গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে বিজেপি'র পুরোনো কার্যকর্তাদের দলে বরণ করে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করলো। যোগদানকারী নেতাদের অনুগামীর সংখ্যা বেশি না হলেও বিজেপি এ রাজ্যে যে কায়দায়

নির্বাচনের আগে সব বিক্ষুর্নদের কাছে টেনে নিয়েছিল সেই একই ফর্মুলায় এখন তৃণমূল কংগ্রেসও সবার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচেছ। এদিন যারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে তারা হলেন --- বিজেপি'র প্রদেশ কমিটির প্রাক্তন কার্যকরী সদস্য বৃগুরাম রিয়াং, জনজাতি মোর্চার প্রাক্তন সহ-সভাপতি আইনজীবী বিনয় রিয়াং, জনজাতি মোর্চার প্রাক্তন জেলা সভাপতি কানু রাজ দেববর্মা, কংথেসের প্রাক্তন

জমাতিয়া, কংগ্রেসের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য নরেন্দ্র রিয়াং, বিজেপি'র জোলাইবাড়ি মন্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, এডিসি নির্বাচনের কংঘেস প্রার্থী সুবাধন ত্রিপুরা, জিএমপি'র প্রাক্তন জেলা কমিটির সদস্য অমূল্য দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার প্রাক্তন কার্যকরী সদস্য হেমন্ত উঁচুই এবং বিজেপি'র প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি করণলাল রিয়াং। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।

দু'দিনের সফরে ২ জানুয়ারি রাজ্যে আসছেন অভিযেক



ভাবনা করে করবেন। তারসাসীক্র কষ্টকর। **ধনু :** দিনটিতে শরীর ও

মিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দুশ্চিন্তা দেখা দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে l ্বাবধানে চলা দরকার। 🎒 কর্কট : দিনটিতে কর্মভাব মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো | হবে। তবে পার্টনার থাকলে

মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ 🔊 বৃদ্ধির যোগ আছে। সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। প্রয়োজন।

চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা **l** পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া 📗 যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক | উত্তেজনা দমন করে চলতে চেস্টা 📗 করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার 📗 ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি । বিশেষ শুভ ফল ভোগ করবে।যারা কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি তাদের প্রিয় হবে।

দিনটিতে নানান সুযোগ মীন: দিনটিতে চাকরিজীবীদের আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত কারণের দুশ্চিস্তায় থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে **।** নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে **|** মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন। | তুলা : চোট আঘাত | লাগার সম্ভাবনা খাকরে। চলাফেরায় সতর্ক

মেষ : দিনটিতে মেষ | থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সূত্রে রাশির পক্ষে শুভ।কর্মভাব | উ পার্জন বৃদ্ধি পাবে। শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো **।** চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে উভয়ের। বৃশ্চিক: দিনটিতে যাই করুন চিন্তা

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি 📐 জাতক-জাতিকাদের শরীর তেমন শুভ নয়। ব্যবসা স্থাত্য-জাত নার । । নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে । চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। | তবে কারও চাপে কোনো কিছু কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। 📗 করবেন না। অন্যথায় সমস্যা আরও বাডতে পারে। দাম্পত্যজীবন খবই

> স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। 🌃 🏂 তবে আপনি যথেষ্ট নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা আরোও একটু ওপরের দিকে। মচকে যাওয়া হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার। মকর: দিনটিতে কর্মজীবী ও

> ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ। আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হবে। তবে রাত্রি ভাগে নানা কারণে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এর জন্য বিশেষ সাবধানতার

🤧 কুম্ভ : দিনটিতে সংযম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন সাফল্য লাভের জন্য। চাকরি ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই সময় অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে আগে আপনাকে অবহেলা করত

সামান্য অসহযোগিতা বাড়বে। সুনাম-সহ 👤 সাফল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রতিভাগুলো ঠিকমত বিকশিত হবে না। মানুষের জন্য ভালো কাজ করেও প্রতিদান পাবেন না।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, / সোনামুড ়া/ খোয়াই / তেলিয়ামুড়া/ কৈলাসহর, ২০ **ডি সেম্বর।।** নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যে পা রাখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক ব্যানার্জী। এবার দু'দিনের সফরে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে দেখা করবেন। পাশাপাশি অন্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। সোমবার সাংবাদিকদের এ কথা জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তনমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জী। পুর নির্বাচনে জয়ী হতে। না পারলেও তৃণমূল কংগ্রেসের একটাই লক্ষ্য ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রায় প্রতিদিনই দলের কর্মসূচি চলছে। দলের সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জী'র রাজ্যে আগমণ ঘিরে পুনরায় তৃণমূল শিবিরে যেন উচ্ছ্বাস বেড়ে গেছে। কারণ, আগামী ৫ জানুয়ারি আগরতলায় 'ঐতিহাসিক' রাজভবন অভিযান সংগঠিত করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে ১ জানুয়ারি হবে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি। এদিকে, সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহকু মাশাসকদের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। কোথাও মিছিল করে, কোথাও আবার প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এদিন আগরতলায় সুবল ভৌমিকের বাড়ির সামনে

থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল

শুরু হয়। মিছিলের সামনের

ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণ করেনি। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। তেলিয়ামুড়ায় ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সুৱত দত্ত, বিকাশ দেবনাথ। কৈলাসহরে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মিছিল করে মহকুমাশাসকের ভৌমিক-সহ অন্য কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। নেতা-নেত্রীরা। তারা শহরে মহকুমাশাসক শান্তিরঞ্জন চাকমার হাতে ১৫ দফার দাবি সনদ তুলে মিছিল করে মহকুমাশাসকের অফিসের সামনে আসেন। সেখান দেওয়া হয়। ডেপুটেশন প্রদান প্রতিনিধি করতে গিয়ে তৃণমূল নেতারা মহকুমাশাসকের সাথে দেখা করে জানান, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ ১৫ দফা দাবি সনদ তুলে দেয়। বন্ধ করতে হবে, রাজ্যে আইনের মিছিল নিয়ে বের হয়ে সুবল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ভৌমিক এবং রাজীব ব্যানার্জী সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকান বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারের থেকে খাদ্য সামগ্রী প্রকৃত সমালোচনা করেন। এদিকে, গরিবদের মধ্যে বিলি করতে হবে। খোয়াইয়ে ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে এছাড়া চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ তৃণমূল কংথেসের তরফে শিক্ষকদের কর্মসংস্থানেরও দাবি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কৈলাসহরের কর্মসূচির নেতৃত্বে করা হয় মহকুমাশাসক অসিত কুমার দাসের কাছে। প্রদেশ ছিলেন অঞ্জন চক্রবর্তী, দিলোয়ার তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হোসেন জাকির, জিল্পুর রহমান, রবি চৌধুরীর নেতৃত্বে ডেপুটেশন জাকির হোসেন প্রমুখ। একইভাবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও ছিলেন সোনামুড়াতেও তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পা তালুকদার দাস, শুভঙ্কর তরফ থেকে মহকুমাশাসকের ঘোষ, বিকাশ দেবনাথ প্রমুখ। তারা কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা জানান, আগামী ৫ জানুয়ারি এই হয়েছে। নেতৃত্বে ছিলেন ইদ্রিস দাবিগুলির সমর্থনেই রাজভবন মিয়া, রুহুল আমিন প্রমুখ। ইদ্রিস অভিযান সংগঠিত করা হবে। মিয়া কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের উদয়পুরে মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ শিক্ষামন্ত্ৰীকে অযোগ্য বলে কটাক্ষ রায়ের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের করেছেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিনিধি দল দাবি সনদ তুলে পদত্যাগের দাবি জানান। এদিনের দেয়। ডে পুটেশনের নেতৃত্ব কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে তৃণমূল ছিলেন সানি পাল, অনিতা দাস, কংগ্রেস রাজ্যে সাড়া জাগানো রিপন মিয়া, রুবেল হোসেন, বিভূ আন্দোলন করতে না পারলেও ভূষণ দে, আজাল হক সরকার সর্বত্র তাদের যে উপস্থিতি আছে প্রমুখ। তেলিয়ামুড়াতেও তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিয়ে অন্য কথাও বলছেন বক্সনগর, ২০ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশি টাকা-সহ বিএসএফ'র হাতে আটক পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার নাগরিক। সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ রহিমপুর সীমাত্তের ১৬৫ নং গেটের ২০৫৮ নম্বরের পলারের পাশ দিয়ে ৫৭ বছরের লিটন কুমার দে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। তখনই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তিকে আশাবাড়ি বিওপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিএসএফ আধিকারিকরা কয়েক ঘন্টা তাকে জেরা করেন। অবশেষে ভারতীয় নাগরিক তার বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যের কথা জানান। লিটন কুমার দে জানান, গত এক মাস আগে বনগাঁও সীমান্ত দিয়ে তিনি অবৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়েছেন।তার ব্যবসায়িক বন্ধু পার্থ এবং বুল্টি নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে উঠেন। সেখানে দীর্ঘ এক মাস থাকার পর তিনি ওই পথে বাড়ি ফিরতে না পেরে দালালদের মাধ্যমে বক্সনগর সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। বক্সনগরের বিপ্লব সরকার নামে এক দালালকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন তিনি। বিএসএফ জওয়ানরা তার কাছ থেকে বাংলাদেশি ৭৩ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করে। দালাল বিপ্লব সরকারকে বিএসএফ জওয়ানরা ধরতে পারলেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে খবর। তবে তার পালিয়ে যাওয়া

নাগরিকরা। কারণ বিএসএফ'র হাত থেকে এভাবে পালিয়ে যাওয়া এতটা সহজ কাজ নয়। আটকক্ত ব্যক্তিকে এদিন রাত ৯টা নাগাদ বাংলাদেশি টাকা-সহ কলমচৌড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লিটন কুমার দে জানান, তার বাড়ি ব্যারাকপুর ম্যাথপাড়া এলাকায়। তার বাবার নাম অবিনাশ চন্দ্র দে। বাংলাদেশের বন্ধু পার্থ'র সাথে তার কাপড়ের ব্যবসা। কিছুদিন পরই নাকি লিটন কুমার দে'র মেয়ের বিয়ে। তাই বিয়ের জন্য বন্ধুর কাছ থেকে টাকা আনতে গিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। তবে বিএসএফ'র একটি সূত্রে জানা গেছে, লিটন কুমার দে নিজেকে যেভাবে সহজ সরল বোঝাতে চেয়েছেন ততটা তিনি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. ধর্মনগর



পেরেছে তার বাংলাদেশি নাগরিকত্বও আছে। তাই মনে করা হচ্ছে তার বাংলাদেশে যাওয়ার পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে নন। কারণ, বিএসএফ জানতে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হবে।

সোম, ধর্মনগর শাখার সঞ্চালক

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রাত্ঞ্যাদবস

/ **উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।।** রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সোমবার ধর্মনগরে অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৫০৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে ঋণ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জিলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস। উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার আরএম সুবীর

নিলাদ্রি শেখর ভৌমিক, বিভা দে চাষা। উত্তর জেলায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ১৬টি শাখা আছে। এদিন ৫০৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে ১৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়। একইভাবে উদয়পুরেও গ্রামীণ ব্যাক্ষের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপন করা হয় রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে। সেখানেও মেগা ঋণ দান এবং আর্থিক সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের রাজ্য জুড়ে ১৪৮টি শাখা আছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিটি সারি এবং কলামে ১

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৪								
2	9		5			3		1
		3	6		2		8	
4	1		ფ	9			5	2
9				6			3	
8		5	4	2				
	4		8	3	9	2		5
	7				3		2	6
	6		1	5	4	7	9	
1	8	9	2	7	6	5	4	

শপিং মলে আগ্নকাণ্ড ঘিরে অ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানান, যে রুমে আগুন লেগেছে সময় ব্যবসায়ীরা শপিং মলের উপরে কৈলাসহর, ২০ ডিসেম্বর।। সেখানে কয়েকজন যুবক নেশার নাশকতার আগুনে আতঙ্ক ছড়ায় কৈলাসহরে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে শ্রীনিকেতন শপিং মলে কে বা কারা একটি স্টলে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। সোমবার দুপুর আনুমানিক ৩টা নাগাদ চারতলার একটি ঘরে আগুন দেখা যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভানোর কাজে লেগে যায়। দুটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। প্রায় ১ ঘন্টারও বেশি সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী দীপক ভট্টাচার্য

আগুন দেখতে পান। আগুন এতটাই আড্ডা বসায়। কোনো এক কারণে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে,

রুমের ভেতরে মদের বোতল, সিরিঞ্জ, ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট, কোরেক্স, ফেন্সিডিলের বোতল ছিল।



তাদের মধ্যে ঝগডা হয়। এরপরই আগুন লাগিয়ে তারা পালিয়ে যায়। নেশাখোর যুবকরা পালিয়ে যাওয়ার বোতল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। মিটারের মধ্যে এই শপিং মলে

কেউই উপরে উঠতে পারছিলেন না। প্রতি সেকেন্ডে ওই রূপে কাচের

দীপকবাবু ক্ষোভ ব্যক্ত করে আরও জানান, কৈলাসহর থানার ২০০

দিবা-রাত্রি নেশাখোরদের আড্ডা চলে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কয়েকবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনো ধরনের ভূমিকা নেয়নি। তিনি আরও জানান, শপিং মলে ২০টি টয়লেট বাথরুম ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। কারণ নেশাখোররা সেই সব জায়গায় আবর্জনা ফেলে যায়। অবাক করার বিষয়, এত বড শপিং মলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্যবস্থা থাকলেও সেটি অনেক বছর ধরে বিকল হয়ে আছে। ঠিক তেমনি শপিং মলে উন্নতমানের বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থা থাকলেও তা নম্ভ হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এবং প্রশাসন কবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ?

ছেলের হাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড, ২০ ডিসেম্বর।। ছেলের হাতে রক্তাক্ত হলেন বাবা। বিশালগড় ব্লক সংলগ্ন এলাকায় সোমবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযুক্ত ছেলের নাম রাজু সূত্রধর। অভিযোগ, মদমত্ত অবস্থায় ৬০ বছরের বাবা প্রহ্লাদ সূত্রধরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্ত ছেলে। বৃদ্ধের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারা ঘটনা দেখে খবর পাঠায় দমকল বাহিনীকে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রহাদ সূত্রধরকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা জানান, রাজু সূত্রধর প্রায় প্রতিদিন মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে তাণ্ডব চালায়। এমনকী ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীকেও মারধর করে বের করে দেয়। তার বিরুদ্ধে একাধিকবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। জানা গেছে, অভিযুক্ত রাজু সূত্রধর বিশালগড় পুর

পরিবহণকারী যান চালক ও শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে।

চালক ও শ্রমিকদের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে বালি পরিবহণকারীদের সময়সীমা বৃদ্ধি করলো বন দফতর। জানা যায়, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ির কাকুলিয়া ফরেস্ট অফিসের রঞ্জোর শিবু দাসের দ্বারা প্রতিনিয়ত হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বালি পরিবহণকারী যান চালকদের এমনটাই অভিযোগ। রেঞ্জারবাব যান চালকদের জানান, তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বালি পরিবহণের সময়সীমা কমিয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা করেছে। এই সময়সীমার মধ্যে বালি পরিবহণ না করলে পরবর্তী সময় যানচালককে জরিমানা ও গাড়ি আটক করে রাখা হচেছ। যার ফলে বালি

শান্তিরবাজার,২০ ডিসেম্বর।। যান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রবিবার এই আন্দোলনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। সোমবার পুনরায় শ্রমিকরা রেঞ্জ অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। ঘটনার পরবর্তী সময় মহকুমার বন আধিকারিক জয়মাল্য ভট্টাচার্য

চালকদের আন্দোলনে পিছু হটলো দফতর

ও ৩ ঘন্টা করে দিয়েছে। জানা যায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের কাজ স্তব্ধ করতে শিবু দাস এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই বিষয়টি এসডিএফও জয়মাল্য



ঘটনাস্থলে উপস্থিতহ হয়ে যান চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনাসভা শেষে মহকুমার বন আধিকারিক বালি পরিবহণের সময়সীমা পুনরায় বৃদ্ধি করে ২ ঘণ্টা

রহস্যজনক আগ্নকাণ্ডে

ভঙ্মীভূত তিন দোকান

ভট্টাচার্য জানার পর কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মহকুমার বন আধিকারিকের এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ায় পুনরায় খুশির বাতারবণ বইছে শ্রমিক ও বালি পরিবহণকারী যান চালকদের মধ্যে।

চালকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।।** বালির ভাট্টাইলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বালি পরিবহণকারী যান চালকদের। ঘটনা চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের সামনে। বিগত বহুদিন ধরেই চলছে এমন অবস্থা। সাধারণত বালিরঘাট থেকে যে সমস্ত যানবাহন ফরেস্টের কেরিং লাইসেন্স নিয়ে বালি টানে সে সমস্ত গাড়িগুলোকে আবার বালি নিয়ে যাবার সময় ফরেস্ট অফিস থেকে বালির ভাট্টাইল কাটতে হয়। এটা বন দফতরের নিয়ম। কিন্তু চড়িলাম ফরেস্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে অফিস খুলে না বলে অভিযোগ। নিয়ম অনুযায়ী ছয় টায় অফিস খুলে বালির ভাট্টাইল দিতে হয়। অফিস টাইমে যাতে জাতীয় সড়কে ভিড় না হয় তার জন্য সাধারণত বালির গাড়িগুলো ভোরবেলা থেকে বালু কেরিং শুরু করে দেয়। চড়িলাম ফরেস্ট অফিসের সামনে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বালির গাডি গুলোকে। সোমবার দিন একই চিত্র ধরা পড়েছে। দুই থেকে তিনটি বালির গাড়ি ভোর চারটা থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় বালির গাড়ির জলে হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। কোন প্রকার হেলদোল নেই চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কর্মীদের। এমনটাই অভিযোগ বালির গাড়ির চালকদের। তাদের দাবি সরকারি নিয়ম মেনে সকাল ৬টা থেকে বালির ভাট্টাইল দেওয়া হোক। এদিকে সুকান্ত ও অর্চনার মর্জিমাফিকে রেঞ্জ অফিস চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ব্রিজের বেহাল দশায় এলাকাবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চঙিলাম, ২০ ডিসেম্বর**।। ব্রিজের বেহাল দশায় চিন্তায় এলাকাবাসীরা। সংশ্লিস্ট দফতরকে জানালেও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার জনগণ। ঘটনা জম্পইজলা আর্ডি ব্লুকের অন্তৰ্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার নিদান কোবড়াপাড়ায়। এখানে রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপরস্থিত ব্রিজটির অবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। চলাফেরা করাই এখন দায়। ব্রিজের দুই দিকের মাটি ধসে পড়ে গিয়েছে নদীতে। এলাকাবাসী চাঁদা সংগ্রহ করে দুই দিকে বাঁশ দিয়ে মাটি ফেলেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে অকালবর্ষণে সেই মাটিগুলো ধসে নদীতে চলে গিয়েছে। যেকোনো সময় ব্রিজটি নদীতে ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে এলাকাবাসী আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। বহুবার প্রশাসনিক কর্তা সহ এলাকার বিধায়ককে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ভীষণ ক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ। এই এলাকায় প্রায় ৮০ থেকে ১০০ টি পরিবারের বসবাস। রয়েছে প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। এই বেহাল ব্রিজের উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত চলাফেরা করছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে মহিলা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অভিভাবক সবাই। প্রত্যেকের দাবি অতি দ্রুত ব্রিজটি সারাই করে দেওয়া হোক। না হলে দিন দিন গ্রামের মানুষের সমস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। এই ব্রিজটিকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় আন্দোলনমুখর হতে পারে এলাকাবাসীরা এমনটাই অসমর্থিত সূত্রের খবর।

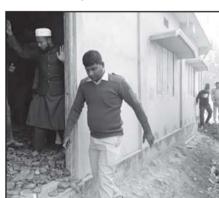
বানরের উৎপাতে নাজেহাল বিধায়ক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড / কমলাসাগর, ২০ **ডিসেম্বর।।** সাধারণ মানুষ তো বটেই বানরের উৎপাতে এখন নাজেহাল হয়ে পড়েছেন খোদ বিধায়কও।কমলাসাগরের বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী বিষয়টি নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। তার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাথারিয়াদ্বার, খামারহাটি, নগরপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কৃষকদের ধান থেকে শুরু করে সবজি ক্ষেত পর্যন্ত নস্ট করে দিচ্ছে বানরের দল। বাড়িঘরে ঢুকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে বানর সেনা। বিধায়ক জানিয়েছেন, রবিবার তার বাড়িতে কয়েক হাজার বানর এসে হাজির হয়। তারা যে যার মত করে তাগুব চালায়। ঘরের আশপাশে



সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। সেই ঘটনার পর বানরের আক্রমণের ভয়ে তিনি ওই সময় দরজা বন্ধ করে ঘরে বসেছিলেন। তার অভিযোগ, বন দফতর কর্তাদের এই সম্পর্কে আগে একাধিকবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা

আশক্ষা প্রকাশ করেছেন, যদি বানরের উৎপাদন এভাবে চলতে থাকে কৃষকরা চাষ বন্ধ করে দেবেন। আর এমনটা হলে সবজির দাম বেড়ে যাবে। তাই নাগরিকদের মত বিধায়কও দাবি জানিয়েছেন বন দফতর যেন অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে চুরির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমন একদিন বাদ নেই যেদিন চরি সংঘটিত ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে তদন্তের স্বার্থে হচ্ছে না। একশ্রেণির দুস্কৃতিকারীরা এ ধরনের চুরি ম্যানেজার আমির আলিকে আটক করে কাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে।

আবারো চুরির ঘটনা ঘটলো একটি রাবার শিট এর দোকানে। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ধ্বজনগর মারুতি শোরুম সংলগ্ন রয়েল রাবার দোকানে। রবিবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে দোকানের মালিক কোরবান আলির ধারণা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকালে দোকানের ম্যানেজার আমির আলি দোকান খুলে দেখতে পান দোকানে মজুত রাখা প্রায় সাড়ে ৪ টন রাবার শিট উধাও হয়ে গেছে। দোকানের পেছন দিকের দরজা ভাঙা অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। খবর পেয়ে দোকানের মালিক দোকানে ছুটে আসেন এবং আরকেপুর থানায় খবর দেয়া হয়। দোকানের মালিক জানিয়েছেন, আনুমানিক ছয় লক্ষ টাকার রাবার শিট চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়।

যান দুর্ঘটনায়

আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সোনামুড়া, ২০ ডিসেম্বর।। যান

দুর্ঘটনায় আহত তিন শ্রমিক। ঘটনা

সোনামুড়া থানাধীন ময়নামা ২ নং

ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায়। আহতরা

করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। জানা

যায়,: সোমবার সকালে ভাড়া বাড়ি

থেকে অটো করে কাজে যাওয়ার

সময় অটোগাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

কাঠামুড়া এসবি স্কুলের নিকট এসে

রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুৎ খুঁটিতে

এরপর দইয়ের পাতায়

TENDER NOTICE FOR HIRING OF VEHICLE The Chief Executive Officer (CEO), TRIPURA CAMPA, Aranva Bhawan, Pandit Nehru Complex, Kunjaban, Agartala invites sealed tender for hiring of 1(one) nos. vehicle for official use from the reputed traders /institutions / organizations. The details of tender notice for hiring of vehicle may be available in the State portal, departmental website and Notice board of PCCF's office at Gurkbabasti.

Agartala. The last date for receipt of the tender is 30/12/ 2021 up to 4:30 P.M. Sd/- Illegible (Paushali Roy) Deputy Conservator of Forests

Tripura CAMPA

PNIe-T NO. 28/EE/DWS/KD/2021-22 Dt. 16/12/2021 (1) DNIe-T No_233/EE/DWS/KD/2021-22 (2nd call)

DNIe-T No_243/EE/DWS/KD/2021-22

DNIe-T No_244/EE/DWS/KD/2021-22

ICA-C-3028-21

DNIe-T No 245/EE/DWS/KD/2021-22 DNIe-T No_246/EE/DWS/KD/2021-22

DNIe-T No_247EE/DWS/KD/2021-22

DNIe-T No_248/EE/DWS/KD/2021-22 DNIe-T No_249/EE/DWS/KD/2021-22

DNIe-T No 250/EE/DWS/KD/2021-22

(10) DNIe-T No_251/EE/DWS/KD/2021-22 (11) DNIe-T No_252/EE/DWS/KD/2021-22

(12) DNIe-T No_253/EE/DWS/KD/2021-22 (13) DNIe-T No_254/EE/DWS/KD/2021-22

(14) DNIe-T No_255/EE/DWS/KD/2021-22 (15) DNIe-T No_256/EE/DWS/KD/2021-22

(16) DNIe-T No_257/EE/DWS/KD/2021-22

(17) DNIe-T No_258/EE/DWS/KD/2021-22 (18) DNIe-T No_259/EE/DWS/KD/2021-22

(19) DNIe-T No 260/EE/DWS/KD/2021-22 (20) DNIe-T No_261/EE/DWS/KD/2021-22

(21) DNIe-T No_262/EE/DWS/KD/2021-22 (22) DNIe-T No_263/EE/DWS/KD/2021-22

(23) DNIe-T No_264/EE/DWS/KD/2021-22

(24) DNIe-T No_265/EE/DWS/KD/2021-22 (25) DNIe-T No_266/EE/DWS/KD/2021-22

(26) DNIe-T No_267/EE/DWS/KD/2021-22

(27) DNIe-T No_268/EE/DWS/KD/2021-22 (28) DNIe-T No_269/EE/DWS/KD/2021-22 Period of downloading of biding documents at :-

21/12/2021 to 12/01/2022 Deadline for online Bidding: - 12/01/2022 up to 15.00 Hours Date & Time of opening Bid: - 13/01/2022 up to 12.00 Hours Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer,

DWS Division. Kumarghat. For details please contact to the office of the undersigned.

For details please visit :- www.tripuratenders.gov.in FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA-C-3022-21

Sd/- Illegible **Executive Engineer** DWS Division. Kumarghat, Unakoti Tripura.

আক্রান্ত বাবা

পরিষদে অস্থায়ী সাফাই কর্মী হিসেবে নিয়োজিত আছে।

চড়িলাম/বিশালগড়, **ডিসেম্বর।।** বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পড়ে ছাই হয়ে গেল তিনটি দোকান। আংশিক ক্ষতি হয়েছে আরো একটি দোকানের। ঘটনা সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের মূল ফটকের সামনে। আগুনের লেলিহান শিখায় সব তছনছ করে দিলো মুহূর্তের মধ্যেই। সর্বস্বান্ত হয়ে গেল দোকানের মালিকেরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভয়ারণ্যের কর্মীরা অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। খবর দেয়া হয় বিশালগড় দমকল বাহিনীদের। শত চেস্টা করেও বাঁচানো গেল না দোকানগুলিকে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তিনটি দোকানের সর্বস্ব ভঙ্মীভূত হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে এই দোকানগুলি দেওয়া হয়েছিল। এদিনের অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে দোকানের মালিকেরা। আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান তিনটি দোকানের মালিক। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে। এদিন একটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানা যায়। তিনজন দোকানের মালিক সরকারি সাহায্যের আশায় চেয়ে রয়েছেন। আবার নতুন করে এত টাকার মালপত্র কিনে দোকান চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে তারা নিজেরাই এখন সন্দিহান।

Dated, the, 03/12/2021

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto 15:00 hours on 27/12/2021 for 1(One) No. Work against DNIe-T No- 04/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2021-22 of PNIe-T No-21/EE/KCP/2021-2022, Dated, the 03/12/2021 and circulated vide Memo No F.8(11)/EE/KCP/2021-2022/ 5694-5762, Dated, 03/12/2021. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No- 8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available

ICA-C-3046-21

ICA-C-3040-21

PNIe-T No-21/EE/KCP/2021-2022,

Sd/- Illegible (Er. Ritan Khisa) **Executive Engineer** Kanchanpur Division, PWD (R&B) Kanchanpur, North Tripura.

PNIe NO-54/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Triprua, single bid percentage rate e-tender. The details are below:

SI. No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No. 51/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	
2.	DNIe-T No. 52/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	30-12-2021
3.	DNIe-T No. 53/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	
4.	DNIe-T No. 54/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22	2998963.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website $\underline{www.tripuratenders.gov.in} \ at \ free \ of \ cost. \ For \ contact \ 03826-267230 \ / \ 9436355955$

For and on behalf of Governor of Tripura

Sd/- Illegible

(Er.H.Chakma) **Executive Engineer** DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:-20/EE-BRG/PWD/2021-2022,

Dated, 16 /12 /2021

Separate sealed item rate tender(s)is/are invited on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" from owner or enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied suppliers/Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and P&T for hiring of Maruti Van (EECO) OMNI-PETROL) upto 3.00 P.M of 31/12/2021 for the following work :-

SI.	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Time for Completion
1	Construction of Single storied 10(ten) bedded Primary Health Centre(PHC) building at existing Dayaram para PHC under jampuijala Sub-Division, Sepahijala District, Tripura under NHM/SH: Building portion including internal water supply, sanitary installation, sewage and drainage works/Contingency Fund /Hiring of vehicle for the use of office of the SDO, PWD(R&B)Bishramganj Sub-Division, DNITNO. 32/VEH/EE-BRG/PWD /2021- 2022	₹ 2,18,400/-	₹ 2,184/-	₹ 1000/-	08 (Eight) Months

N.B: Tender Forms may be collected from the Office of the SE, 4th Circle, Agartala/EE, Mechanical Division, Agartala & Office of the undersigned during the office hour.

Last date of receiving application for issue of tender Form up to 4.00 P.M. of 27/12/2021 Last date of selling tender Form up to 4.00 P.M. of 28/12/2021. Tender documents can also be seen in the office of the undersigned during office hours.

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/- Illegible (Er. N.C.Ghosh) **Executive Engineer** Bishramganj Division, PWD(R&B). Bishramganj Sepahijala Tripura Phone No. 2867412

প্রচারের বাইরে মেধাবী সায়ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বাম্টিয়া বুকের মাস্টারটিলার বাসিন্দা যোগেন্দ্র দাস ও মণি দাসের ছেলে সায়ন দাস। গান্ধীগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রেও তার প্রতিভা আছে। অথচ সবকিছুই প্রচারের বাইরে। রাজ্যে সেশ্ফ ডিফেন্স বা আত্মরক্ষার কৌশল বেশ সুনামের সাথে চললেও সায়ন নিজেও যে এমন প্রতিভা অর্জন করে রেখেছে যা অনেকের কাছেই অজানা। ক্যারাটে বা তাইকুভু এই সময়ে জনপ্রিয় খেলা। সায়ন ক্যারাটেতে বিশেষ দক্ষতা অথাৎ ব্ল্যাক বেল্ট অৰ্জন



করে রেখেছে। এবার তার আয়ত্তে নতুন কৃতিত্ব অনুধর্ব-১৫ জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত স্বর্ণপদক। গত ৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের শিবপুরে অনুষ্ঠিত হয় অনুধর্ব জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে গান্ধীথাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্র। সেখানে সব প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদক অর্জন করে। যা নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের জন্য গৌরবের। অথচ অনেকের কাছেই বিষয়টি অজানা থেকে গেছে। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও সায়নের পরিবার চাইছেন রাজ্য সরকার যেন তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।যাতে করে আন্তর্জাতিক স্তরেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে পারে।

আত্মঘাতী ২২ বছরের বধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। ২২ বছরের গৃহবধূর আত্মহত্যার চেষ্টা। বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। ঘটনার পর ওই গৃহবধূকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে ওই গৃহবধু চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে গৃহবধূ আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি করবি ফুলের গোটা খেয়ে বারান্দায় ছটফট করছিলেন। তখনই পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। গৃহবধূর দুটি সন্তান আছে। তারাও মায়ের এই অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পড়ে।

গৃহবধূকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল

থেকে পরবতী সময় জিবিপি

হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।

ICA-C-3035/21

জানা এজানা

স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং অর্ধ-স্বচ্ছ

সূর্য ডুবে যায়, অর্ধেক পৃথিবীর ওপর অন্ধকার নেমে আসে, দৃশ্যমান বস্তুগুলো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার সকাল হয়, সুর্যোদয় হয় জগৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। বস্তুগত পৃথিবী আবারও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কী অপূর্ব প্রকৃতির এ রকম বিন্যস্ত নিয়মগুলো। আলোর ওপরই প্রকৃতির নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠিত। আমরা আমাদের চারপাশে কত রকম বস্তুই তো দেখি। বই, খাতা, কলম, টেবিল, দরজা-জানালা, দেয়াল, গাছপালা, মাটি, জল, মানুষ, পশুপাখি, বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব বস্তু, চাঁদ, সূর্য, তারা ইত্যাদি। এই সব ধরনের বস্তুকে আমরা তিন রকমভাবে দেখি স্বচ্ছ, অল্প স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ যেকোনো ধরনের বস্তুই প্রয়োজনীয়। কখনো কি প্রশ্ন জাগে, কোনো বস্তু কেন স্বচ্ছ হয় ? অথবা কেন অস্বচ্ছ ? জল বা কাচ স্বচ্ছ পদার্থ। আবার লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, রুপা কেন অস্বচ্ছ? আমরা কীভাবে এই স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছতার ব্যাখ্যা দিতে পারি? এর ব্যাখ্যা আসলে আলোর মাঝেই আছে। তাহলে আলোর কাছেই ফিরে যাওয়া

সূর্যের আলোয় সাতটি রং আছে। বস্তুর ওপর এই আলো এসে পড়লে তিনটি ব্যাপার ঘটতে পারে। ১) আলো বস্তু দ্বারা শোষিত হয় ২) বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে আলো ঠিকরে পুনরায় ফিরে আসে অর্থাৎ প্রতিফলন ঘটে এবং ৩) বস্তু ভেদ করে আলো বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ আলোর প্রতিসরণ ঘটে। বস্তুর ধর্মই হচ্ছে আলো শোষণ করা, প্রতিফলন করা ও প্রতিসরণ করা। সূতরাং এই তিনটি ক্রিয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতার আসল গল্প। এবার একটু ভেবে

দেখা যাক, কোনটা ঘটলে বস্তু

তাহলে পানি বা কাচ দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কেন দেখতে পাই? আসলেই দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ওই যে বলা হলো আলোর প্রতিফলনের কথা। স্বচ্ছ পদার্থগুলো সামান্য আলো প্রতিফলন ঘটায়, তাই দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কাচ আলোর কতটুকু প্রতিসরণ ঘটাবে, তা নির্ভর করে কাচের পুরুত্ব ও বিশুদ্ধতার ওপর। প্রকৃতিতে এমন বিশুদ্ধ ও পুরুত্ববিশিষ্ট কাচ বা প্রতিসারক পদার্থ নেই, যা সম্পূর্ণ আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে পারে। তবে প্রায় সম্পূর্ণ আলোর প্রতিসরণ ঘটাতে পারে পরীক্ষাগারে সে রকম বিশেষ কাচ তৈরি করা প্রশ্ন জাগতে পারে, পানি

তাহলে বৰ্ণহীন কেন? পানি আসলে নির্দিষ্ট রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে না। পানি যেটুকু আলোর প্রতিসরণ ঘটায়, সবটুকুতেই সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মিশ্রণ থাকে। তেমনি যেটুকু আলোর প্রতিফলন ঘটায়, তাতেও সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মিশ্রণ থাকে। আর সামান্য কিছু আলো শোষণ করে, সেখানেও সাতটি রঙের আলোকরশ্মিই থাকে। কাজেই পানি স্বচ্ছ এবং একই সঙ্গে দৃশ্যমান ও বর্ণহীন। স্বচ্ছতার বিপরীত হলো অস্বচ্ছতা। তাই বস্তুর অস্বচ্ছতার কারণটা নিশ্চয়ই এখন বোঝা যাচ্ছে অস্বচ্ছ পদার্থ আলোর কোনোরূপ প্রতিসরণ ঘটায় না। এবার অন্য একটি বস্তুর ওপর সূর্যের আলো ফেলা হলো। ধরা যাক, বস্তুটি সুর্যের সাতটি রঙের আলোকরশ্মির মধ্যে কোনোটিরই প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ঘটায় না। সব কটি আলোকরশ্মি শোষণ করে নেয় এমনকি আপতিত আলোর পুরোটুকুই শোষণ করে ফেলে,



এ অবস্থায় বস্তুটি কেমন

দেখাবে ? অবশ্যই কুচকুচে

স্বচ্ছ, আর কোনটা ঘটলে অস্বচ্ছ দেখাবে। প্রথমে আসি শোষণ ও প্রতিফলনে। কোনো বস্তুর ওপর সূর্যালোক পড়লে বস্তুটি যদি আলো শোষণ না করে সম্পূর্ণ আলোটুকুর প্রতিফলন ঘটায়, তাহলে বস্তুটি পুরোপুরি সাদা দেখা যাবে। আবার বস্তুটি যদি আপতিত আলোর কিছ পরিমাণ শোষণ করে বাকিটুকুর প্রতিফলন ঘটায়, তাহলে বস্তুটি রঙিন দেখাবে। এই রঙিন দেখানোর ব্যাপারটা নির্ভর করে বস্তুটি কোন কোন রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে, আর কোন কোন আলো শোষণ না করে প্রতিফলন মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। যেমন গাছের পাতায় যখন সূর্যালোক পড়ে, তখন সেই পাতা ছয়টি রঙের আলোকরশ্মি শোষণ করে নেয়। আর সবুজ রঙের আলোকরশ্মি প্রতিফলনের মাধ্যমে আমাদের চোখে পাঠিয়ে দেয়, তখন আমরা পাতাটা সবুজ দেখি। এবার আসি প্রতিসরণে। ধরা যাক, বস্তুটি আপতিত আলোটুকু শোষণ করল না, আবার প্রতিফলনও করল না, পুরো আলোটুকুই প্রতিসরণ করল, এ অবস্থায় আমরা বস্তুটি দেখতে পাব না। কারণ বস্তুটিকে দেখতে হলে আলোর প্রতিফলন দরকার। কিন্তু এবার। তা হয়নি। ঠিক এই অবস্থাকে। বলে স্বচ্ছতা। বস্তুটিকে দেখতে পাব না, কিন্তু বস্তুটির অপর পাশে যা থাকবে, তা সবই দেখা যাবে এই স্বচ্ছতার কারণে। পানি বা কাচ এ কারণেই স্বচ্ছ পদার্থ। এখন পাঠকের মস্তিষ্কে নিশ্চয় একটা জোরালো প্রশ্ন

উঁকি দিচ্ছে, পানি ও কাচ স্বচ্ছ,

কালো দেখাবে। 'কালো দেখাবে'এমন বলা যায় না। আমরা আসলে বস্তুটিকে দেখতেই পাব না। আগেই বলা হয়েছে, কোনো বস্তুকে দেখার ব্যাপারটা নির্ভর করে ওই বস্তু থেকে আলোর প্রতিফলনের ওপর। কালো মানে আসলে রঙের অভাব। এটা কোনো রং নয়। সম্পূর্ণ আলো প্রতিসরণ করলে যেমন বস্তুটিকে দেখা যাবে না। ঠিক তেমনি সম্পর্ণ আলো শোষণ করলে সে বস্তুও দেখা যাবে না। সম্পূর্ণ আলো শোষণ করার ক্ষমতা আছে, এমন বস্তুর উপস্থিতি পৃথিবীতে আদৌ পাওয়া যায়নি। তবে মহাবিশ্বের কৃষ্ণগহুরগুলো আলো শোষণ করে পুরোপুরি, আবার বিকিরণ ঘটার মতো সমূহ কারণ থাকলেও সেই বিকিরিত আলোও বেরিয়ে আসতে দেয় না। টেনে এনে নিজের কাছেই রেখে দেয়। এ জন্য কৃষ্ণগহুরের অস্তিত্ব টের পাওয়া বেশ কঠিন। বিভিন্ন বস্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম প্রদর্শনের কারণ কী ? বস্তুর এমন ধর্মের কারণ হচ্ছে, তাদের পারমাণবিক গঠন। এতক্ষণ যে আলো শোষণ, প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কথা বলা হলো, তার সবকিছুর পেছনেই ইলেকট্রনের কারসাজি রয়েছে। ইলেকট্রন আলোকশক্তি শোষণ করলে প্রতিসরণ বা প্রতিফলন হয় না, আবার শোষণ না করলে প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণ হয়। আমরা পৃথিবীতে যে এত রং দেখি, সবকিছুই আসলে

আলোকরশ্মির বিভিন্ন রঙের

আপত্তি সত্বেও লোকসভায় পাশ ভোটার-আধার সংযুক্তির বিল



নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর।। এবার আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে ভোটার কার্ডও। সোমবার নিৰ্বাচনি সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। বিরোধীরা এই নিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছে। তাতে যদিও খুব একটা লাভ হয়নি। শুধু আধার—ভোটার লিঙ্ক করা নয়, নির্বাচন সংক্রান্ত আরও তিনটি নিয়মও বদলানো হবে এবার। কেন্দ্রের দাবি, এতে মজবুত হবে নির্বাচন কমিশনের হাত। কমবে ভূমো ভোটার। বিরোধীরা একেবারেই এই দাবি মানছে না। তারা বলছে, এতে আদতে ভুয়ো ভোটার বাড়বে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর লোকসভায় বললেন, 'দেশবাসীর ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল আধার। বললেন, 'কেন্দ্র ভুয়ো ভোট রুখতে নাগরিকত্বের প্রমাণ এটা নয়। এবার চায়। এক্ষেত্রে বিরোধীদের

ভোটারদের কাছে আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হলে, তাঁদের বাসস্থানের নথিই পাবেন। এভাবে আসলে নাগরিক নয় এমন অনেকেই ভোটদানের অধিকার দিচ্ছেন।' কংগ্রেসের আর এক সাংসদ মণীশ তিওয়ারির দাবি, 'ভোটদান সকলের আইনি অধিকার। ভোটার আর আধারের লিঙ্ক করানো তাই অনুচিত।'তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র এবার নির্বাচনি প্রক্রিয়াতেও নাক গলাচ্ছে। আমি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করছি।' মোদি সরকার যদিও বলেছে, বিরোধীদের এই প্রতিবাদ ভিত্তিহীন এবং ভ্রাস্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু

এদিন বিরোধীদের হইচইয়ের কারণে অন্তত ২ ঘণ্টার জন্য মূলতুবি হয়ে গিয়েছে অধিবেশন। সরকারের দাবি মানেনি এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি জানিয়েছেন, সরকারের এই পদক্ষেপ একেবারেই ভুল। তিনি জানিয়েছেন, 'এই বিল পাশ হলে এদেশের বহু মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন।' এদিকে এদিন নির্বাচনি আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২১ পেশের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের পদত্যাগের দাবিতেও সরব হলেন তৃণমূল এবং কংথেসের সাংসদরা। লখিমপুর-কাণ্ডে মন্ত্রীর ছেলে আশিস মিশ্র অভিযুক্ত হয়েছেন। আপাতত জেলবন্দি রয়েছেন তিনি। একইভাবে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা কয়েকজন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করেছে। তাঁদের মুক্তির দাবিতেও সংসদে সরব হতে দেখা গেল ডিএমকে ও কংগ্রেসকে। সব মিলিয়ে বিরোধী হল্লায় দফায় দফায় মূলতুবি হয়েছে সংসদের দুইকক্ষ। বিজেপি সাংসদদের অভিযোগ. অচল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হই-হটগোল করছে বিরোধীরা।

সরকারকে সমর্থন করা উচিত।'

লামার সাথে মোহন ভাগবত

ধরমশালা, ২০ ডিসেম্বর।। চিনের আগ্রাসনমুক্ত তিব্বতের পাশে আছে ভারতের মানুষ, ধরমশালায় তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে নির্বাসিত স্বাধীন তিব্বত সরকারের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। সোমবার ধরমশালার ম্যাকলিয়ডগঙ্গে নোবেলজয়ী তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার বাসস্থানে তাঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা খানেক বৈঠক করেন সংঘ প্রধান। 'হাই প্রোফাইল' বৈঠকের পর নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মুখপাত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন ভাগবত। পরে নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট পেনপা সেরিং সাংবাদিকদের জানান, চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করছেন দলাই লামা। এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান ভাগবত দেখা করেন ওঁর মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ শেরিং ও নির্বাসিত তালিবান সঙ্গে। শেবিং বলের "সংঘ প্রধার বলেছেন, ধরমশালায় যখন তিনি প্রতিনিধি।" শেরিং নিজে যদিও



সাক্ষাত করে খুশি।" নির্বাসিত তালিবান সরকারের প্রেসিডেন্ট শেরিং আরও বলেন, "এই সুযোগে ভারত সরকার ও ভারতের সাধারণ পেলেন অসংখ্য তিব্বতি মান্যেব

দলাইলামা-ভাগবতের বৈঠকে ছিলেন না. তবে তিনি বলেন. ''আমি বৈঠকে না থাকলেও আন্দাজ করতে পারি, যেহেতু দু'জনেই অসংখ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দোর কথাই হয়েছে।" পরে সবকাবেব মুখপাত্র সোনাম

এরপর দুইয়ের পাতায়

দেড় লক্ষ কোটি বাড়তি আয় কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর।। পেট্রোল—ডিজেলে শুল্ক মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস যখন

বাবদ কেন্দ্রের রোজগার ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের উঠছিল, সে বছরই কেন্দ্র পেট্রোপণ্যের শুল্ক বাবদ তুলনায় দেড়গুণেরও বেশি বেড়েছে ২০২০-২১ প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি আয় করেছে। অর্থবর্ষে। অর্থাৎ বিরোধীরা এতদিন ধরে যে দাবি এটা ঘটনা, করোনার সময় অন্যান্য ক্ষেত্রে রোজগার তুলছিল, সংসদে তুণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ কমে যাওয়ায় পেট্রোল ও ডিজেলের উপর বাড়তি সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির প্রশ্নের জবাবে শুল্ক বসায় কেন্দ্র। সেই সঙ্গে বসানো হয়েছিল বাড়তি কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান সেক্থাই প্রমাণ করছে। সেস। কিছুদিন আগে কেন্দ্র শুল্ক কমানোর আগে অভিযেক জানতে চেয়েছিলেন ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পর্যন্ত পেট্রোল-ডিজেলে কর বাবদ কেন্দ্র পাচ্ছিল পেট্রোপণ্যের রাজস্ব বাবদ কত টাকা আয় করেছে ৬৩ শতাংশ, রাজ্য পাচ্ছিল ৩৭ শতাংশ। এখন কেন্দ্রং পাশাপাশি তাঁর প্রশ্ন ছিল, চলতি অর্থবর্ষে পেট্রোল ও ডিজেলের শুল্ক কমিয়েছে কেন্দ্র। পেট্রোপণ্যে কত টাকা কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বিজেপি শাসিত প্রায় সব রাজ্য সেই পথ অনুসরণ রেখেছে সরকার ? জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক বলেছে, করেছে। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির অধিকাংশই ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পেট্রোপণ্যের কর বাবদ কেন্দ্র ভ্যাট কমাতে পারেনি। যা নিয়ে বিজেপি আদায় করেছে ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। বিরোধীদের আক্রমণও করেছে। বিরোধীরা পাল্টা আর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই করের অঙ্ক ছিল ২ বলেছে, পেট্রোল-ডিজেল থেকে বিপুল আয় করছে লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। পেট্রোপণ্যের সরকার। তাই সামান্য কমলেও সমস্যা হবে না।

পানামা পেপার কাণ্ডে এশ্বর্যকে তলব ইডি-র

বিপাকে পড়লো বচ্চন পরিবার। অমিতাভ বচ্চনের মানুষদের মধ্যে সবার প্রথমে নাম রয়েছে অমিতাভ নিয়ে নড়েচড়ে বসেছেন বিশিষ্টরা।

পানামা পেপার ফাঁস হয়ে যায়। কর ফাঁকি দেওয়ার মূল পর পানামা পেপার কাণ্ডে নাম উঠে এসেছে ঐশ্বর্য উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের নামী মানুষেরা বিদেশে কত রাই বচ্চনের। সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা স্পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন তা নিয়েই একটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। ১ কোটি ১৫ লক্ষ গোপন করে ঐশ্বর্যকে। এর আগেও পানামা পেপার মামলায় নিথির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেখানে। পানামা পেপার তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু সেইবার বিষয়টি সামলায় দেশের বিশিষ্ট মানুষদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুর এড়িয়ে হাজিরা দেননি রাই সুন্দরী। সোমবার তিনি কথা জানিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ইতিমধ্যেই হাজিরা দেন। ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা ৭৪টি মামলা করে তদন্ত শুরু ঐশ্বর্যকে তলব করেছে ইডি। সোমবারেই ইডি-র করেছে। প্রসঙ্গত, এই মামলায় নাম জড়ানোয় জুলাই দফতরে ঐশ্বর্যকে হাজিরা দেওয়ার কথা জানানো মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব খোয়ান নওয়াজ শরিফ। হয়েছে। প্রসঙ্গত, পানামা পেপার কাণ্ডে দেশের বিশিষ্ট ঐশ্বর্যকে তলব করার মধ্যে দিয়ে ফের পানামা পেপার

'ঋণখেলাপির সম্পদ বিক্রি করে ১৩ হাজার কোটি'

नशामिल्लि, २० ডिरमञ्जत।। ঋণখেলাপিদের সম্পদ বিক্রি করে কয়েক হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ব্যাঙ্কগুলি। সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানিয়েছেন, নীরব মোদি বা বিজয় মাল্যর মতো ঋণখেলাপিদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাঙ্কগুলি ১৩১০৯ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। এক প্রশারে উত্র সীতারামণ জানান, গত সাত বছরে অনাদায়ী ঋণ বাবদ পাঁচ লক্ষ ৪৯ হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ব্যাঙ্কগুলি। দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে বেশ কিছু ব্যবসায়ী তথা শিল্পতির। ওই সমস্ত ঋণখেলাপিদের একাংশ আবার বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন। অন্য দিকে মুক্ত অর্থনীতির খোলা হাওয়ায় ব্যাঙ্কের আমানতের উপর সুদ কমছে প্রতি বছরই। এর ফলে দেশের মানুষ বিশেষত আমানতের সুদের উপর নির্ভরশীল অবসরপ্রাপ্ত মানুষজনের উদ্বেগ বেড়েছে। এ নিয়ে জনমানসে অসহায়তার পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভও রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট

৪০০ কোটি টাকার হেরোইন সহ আটক পাকিস্তানি নৌকা

গান্ধীনগর, ২০ ডিসেম্বর।। ফের বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যার পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে মাদক পাচারের ছক বানচাল। গুজরাট উপকৃলে ৪০০ কোটি টাকার হেরোইন-সহ ধরা পড়ল পাকিস্তানি নৌকা। নৌকাটিতে ছিল ৬ পাক নাগরিকও। এমনটাই জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং গুজরাট পুলিশের দুর্নীতিদমন শাখার যৌথ অভিযানে গুজরাট উপকূল থেকে 'আল হুসেইনি' নামের একটি পাকিস্তানি নৌকা আটক হয়েছে। নৌকাটি আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল। নৌকাটি থেকে ৭৭ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, জাহাজটিকে গুজরাট সীমান্তে আনা হয়েছে। ঠিক কী উদ্দেশ্যে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক ভারতের দিকে আনা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বর মাসেই আদানি গোষ্ঠীর চালনা করা। কিন্তু ভারতীয় মুন্দ্রা বন্দরে একটি জাহাজ থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় দু'টি কন্টেনার বোঝাই প্রায় ৩ এই 'মাদক জিহাদে' এখনও হাজার কিলোগ্রাম হেরোইন সাফল্য পায়নি পাকিস্তান।

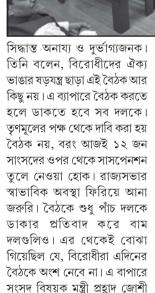
বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকদের ওই অভিযানে মাদক-সহ গ্রেফতার করা হয় দুই ব্যক্তিকে। পরে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, আফগানিস্তান থেকে 'পাউডার' আমদানির নাম করে মাদক চোরাচালানে যুক্ত ছিলেন তাঁরা। এই ঘটনার পর বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে আদানি গোষ্ঠী। সংস্থার তরফে জানানো হয়, ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা কোনও কাগো কন্টেনার আর খালাস করতে দেওয়া হবে না তাদের বন্দরে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ দের আদানিদের বন্দরের মাধ্যমে মাদক ভারতে ঢোকাতে না পেরে ঘুরপথে ভারতে মাদক ঢোকানোর চেষ্টা করছে পাকি স্তান। পাচারকারীদের উদ্দেশ্য, বিপুল পরিমাণ মাদক এদেশে চালান কেরে যুব সমাজকে বিপথে

কেন্দ্রের বৈঠক বয়কট বিরোধীদের

সাসপেনশন নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা বৈঠিক বয়কট করল কংথেস, তৃণমূল-সহ ৫টি দল। এদিন সকাল ১০টায় সংসদের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যে সমস্ত দলের সাংসদদের সাসপেশু করা হয়েছে, সেই কংগ্রেস, তৃণমূল, শিবসেনা, সিপিএম ও সিপিআই-কে ডাকা হয়। শুধুমাত্র ৫টি দলকে ডাকার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ও বামেদের তরফে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে তিনি লেখেন, ১২ সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদে সমস্ত বিরোধী দলই ঐক্যবদ্ধ। আমরা ২৯ নভেম্বর থেকেই অনুরোধ করে আসছি যে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বা সভার নেতা পিযুষ গোয়েল অচলাবস্থার অবসানের জন্য সমস্ত বিরোধী দলগুলির নেতাদের বৈঠকে ডাকুন। আমাদের এই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ মানা হয়নি। এর ওপর শুধুমাত্র পাঁচ বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকে ডাকার

नश्रापिक्सि, २० फिरमञ्जत।।

রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের



পাল্টা কটাক্ষ করে বলেছেন, আসলে মানুষই ওদের বয়কট করেছে। তিনি বলেছেন, সমাধান খুঁজতে আমরা যে দলগুলির সাংসদদের সাসপেশু করা হয়েছে, সেই দলগুলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বৈঠক বয়কট করছে। তারা সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানও বয়কট করেছিল। তাদের বোঝা উচিত, মানুষও তাদের বয়কট করছে। লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরী বলেছেন, সংসদ কীভাবে চলবে, তা সরকারের ওপর নির্ভর করছে। সরকার আমাদের বৈঠকে

ডাকেনি। কারণ বিষয়টি রাজ্যসভার।

লাইফ স্টাইল

তে বাড়াবাড়ি মাথাব্যথা কেন হয়?



সমস্যা নিয়েও। অনেকেরই এই সময় ঠান্ডা লেগে জুর হয়, কারও কারও আবার হাঁপানির সমস্যা হয়! সঙ্গে আরেকটা সমস্যাও একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে, সেটা হল মাথাব্যথা। যখন-তখন সেটা শুরু হয়, আর কমার নামই নেয় না! শীতে সাধারণত অনেকেরই কোল্ড স্টিমুলাস হেডেক হয়। এটাকে আবার আইসক্রিম হেডেকও বলা হয়। নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ঠান্ডা লেগে যাওয়ার কারণে, আইসক্রিম বা ঠাভা পানীয় খাওয়ার কারণে বা

কান-মাথায় ঠান্ডা লাগার জন্য আর তাই আপনারও এই ঢেকেই রাখুন। হয়ে পড়া, ঘুমের সময়ে হয়ে দাঁড়াতে পারে। শীতে আরেক ধরনের যা সাধারণত ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসেই হয়। এটাকে

এই ধরনের ব্যথা হয়ে থাকে। সমস্যা থাকলে বাড়ির বড়দের কথা মেনে কান আর মাথা পাশাপাশি শরীর অতিরিক্ত শুষ্ক পরিবর্তন এমনকী আপনার খাদাভ্যাসে হঠাৎ পরিবর্তনও এই ধরনের মাথাব্যথার কারণ মাথাব্যথার সমস্যা দেখা যায়।

বলে ক্লাস্টার হেডেক। অনেকেই শীতের এই সময়ে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ রাখেন। ঘরে হিটার চলে। ঘরে ঠিকঠাক হাওয়া বাতাস না চলাচল করার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে। মাথাব্যথা এড়াতে কী করবেন? ঠিক করে খাওয়া-দাওয়া করা, সঠিক গরম কাপড় নির্বাচন, জল বেশি করে খাওয়া, স্নান করা সময়মতো, সময়মতো ঘুমের মাধ্যমে আপনি মাথাব্যথা দুরে রাখতে পারেন।

দেখুন কী করবেন--

ঠির রখতে এক্সসট ফ্যান ব্যবহার করতে পারেন। ঘর খুব শুষ্ক হয়ে পড়লে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। রাতে ঠিক করে ঘুমোন। সময় মতো খান। স্বাস্থ্যকর খাবার খান। শরীরের আদ্রতা বজায়

রাখতে বেশি করে জল খান, স্নান করুন। খুব বেশি চা বা কফি না খাওয়াই ভালো। ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার খান, যেমন দুধ আর মাছ। দরকার পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন।

দিনে অন্তত ৩০ মিনিট এক্সারসাইজ করুন।



বড় রানের পথে অন্ধ্রপ্রদেশ

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বরঃ প্রথম বোলারকে দিয়ে অতিরিক্ত বল তিন ম্যাচে বোলাররা দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। কোচবিহার ট্রফির চতুর্থ ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম দিন বোলাররা খুব খারাপ পারফরম্যান্স করেছে এমন নয়। তবে বোলিং পরিবর্তনে অপেশাদারিত্বের খেসারত দিতে হলো। বিশেষ বোলারকে দিয়ে অতিরিক্ত বল করানো কিংবা ইনফর্ম বোলারকে কয়েক ওভার বল করিয়ে সরিয়ে দেওয়া এসব করতে টিসিএ-র কোন হেলদোল নেই। গিয়েই অন্ধ্রপ্রদেশের বড় রানের ইনিংস গড়ার পথ প্রশস্ত করলো অনুধর্ব ১৯ দল। দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক সহ মোট আট জন বোলার এদিন বল করলো। অথচ সফল বোলারদের কয়েক ওভার হাত ঘুরানোর সুযোগ দিয়েই সরিয়ে টিম হয়েছে। ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই এটা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, টিম ম্যানেজমেন্টের প্রধান স্তম্ভ হলেন কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র)। টিসিএ-তে যারা বসে আছেন তাদের চেয়ে ক্রিকেটটা অনেক ভালো বোঝেন এবং জানেন। প্রতিভা চিনতে তার ভুল হবে না

বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন

পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে

সোমবার জয় পেলো আর্য

কলোনি। তারা ৯ উইকেটে

হারালো বিদ্যাপীঠ স্কুলকে। রক্তিম

সাহা-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের

সৌজন্যে জয় তুলে নেয় তারা।

বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে

অনুরাগী-কে

উড়িয়ে দিলো

এনএসআরসিসি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ক্রিকেট

অনুরাগী-কে উড়িয়ে দিয়ে অনুর্ধর্ব ১৪

ক্রিকেটে অভিযান শুরু করলো

এনএসআরসিসি। সোমবার

নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত

ম্যাচে অনুরাগী-কে ৯ উইকেটে

উড়িয়ে দিলো এনএসআরসিসি।

ব্যাটিং-বোলিং উভয় বিভাগে

একচ্ছত্র দাপট দেখালো তারা।

বোলাররাই এদিন আরসিসি-র জয়ের

রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়। প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে অনুরাগী মাত্র ৭৯ রান

করে। এনএসআরসিসি-র বোলাররা

নিয়মিত উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি

রান আটকে রাখতেও সক্ষম হয়।

অনুরাগী-র হয়ে আকাশ দাস ২৫ এবং

অয়ন রায় ২০ রান করে।

এনএসআরসিসি-র হয়ে শঙ্খনীল

সেনগুপ্ত কোন রান খরচ না করেই

২টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া

অংশ ভাটনগর এবং মহম্মদ মহিম

চৌধুরী নেয় ২টি করে উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২২ ওভারে

১টি উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তলে

নেয় এনএসআরসিসি। দেবজ্যোতি

পাল ৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬

রানে অপরাজিত থাকে।

আাশেজে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে বিশেষ টসে জিতে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার করানো কিংবা অন্য কোন সুঝন-কে মাত্র ৯ রানে ফিরিয়ে দেয় বোলারকে দিয়ে কম বোলিং সন্দীপ সরকার। এরপর ভেঙ্কট করানোর নির্দেশ দিতে কে বাধ্য রাহুল এবং রাজু ইনিংসের হাল ধরে। করলো ? বিষয়টা অবশ্যই রহস্যময়। সাবলীল মেজাজে খেলে দলকে চলতি কোচবিহার ট্রফিতে টিসিএ ১১৬ রানে পৌঁছে দেয় এই জুটি। সম্ভবত রাজ্য দলের সাফল্য চায়নি। রাজু ৫০ রানে সৌরভ দাসের বলে যেভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট একের ফিরে যায়। ভেঙ্কট-কে ৫৩ রানে পর এক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তুলে নেয় অর্কজিৎ দাস। এরপর তাতে বাইরের হস্তক্ষেপ আবার অন্ধ্রপ্রদেশ শিবিরে আঘাত নিশ্চিতভাবেই হয়েছে। অথচ হানে অর্কজিৎ। রোসন পবন কুমার-কে মাত্র ৩ রানে ফিরিয়ে দিয়ে দলটির ব্যাটিং যেহেতু দুর্বল তাই ত্রিপুরাকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে বোলারদেরই যা কিছু করতে হচ্ছে। অৰ্কজিৎ। কিছুটা আশ্চৰ্যজনকভাবে অথচ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে বোলিং এরপরই অর্কজিৎ-কে বোলিং থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ম্যাচও আস্তে পরিবর্তনে অপেশাদারিত্বের কারণে প্রথম দিনেই ম্যাচ প্রায় হাত থেকে আস্তে অন্ধ্রপ্রদেশের দখলে চলে যায়। হেমন্ত রেডিড (৭৯), এমকে দত্তা বেরিয়ে গেলো। প্রথম দিনের শেষে (৫৯) মজবুত জুটি গড়ে তুলে। পুরো ৯০ ওভার বোলিং করে ৬ উইকেটে ২৯৩ রান করেছে এরপর আর সুবিধা করতে পারেনি অন্ধ্রপ্রদেশ। দুই ইনিংস মিলিয়েও ত্রিপুরার বোলাররা। দিনের শেষে জি এই রানটা ত্রিপুরা করতে পারবে চান্তি ২৪ রানে অপরাজিত আছে। এমন নিশ্চয়তা নেই। পাশাপাশি পুরো ৯০ ওভার ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ২৯৩ রান করেছে তাদের হাতে রয়েছে আরও ৪টি অন্ধ্রপ্রদেশ। মাত্র ৬ বোলিং করার উইকেট। অর্থাৎ রান আরও বাড়বে। বলা যায়, প্রথম দিনেই সুযোগ পেলেও দলের সেরা ব্যাকফুটে অনূর্ধ্ব ১৯ দল। সোমবার বোলার নিঃসন্দেহে অর্কজিৎ। ৬

বোলিং করে তুলে নিয়েছে ২টি উইকেট। সন্দীপ সরকার ২০ ওভার বোলিং করে পেয়েছে ১টি উইকেট। আর দেবরাজ দে ১৬ ওভার বোলিং করে ১টি উইকেট পেয়েছে। দুর্লভ রায় ১২ ওভার এবং রিব্রজিৎ দাস ১১ ওভার বোলিং করেছে। দলনায়ক আনন্দ ৪ ওভার এবং আরমান হোসেন-কে দিয়েও ১ ওভার বোলিং করানো হয়েছে। শুধু এক জন বিশেষ বোলারকে সাফল্য সত্ত্বেও পর্যাপ্ত বোলিং করানো হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে হয়েছে বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। এভাবে রাজ্য ক্রিকেটের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হবে না। ক্রিকেটপ্রশাসনে যারা বসে থাকেন তাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ক্রিকেটের উন্নয়ন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত কয়েক বছর ধরে এরাজ্যে অন্য ধরনের কিছু ঘটে চলেছে। দল নিয়ে দলবাজি অতীতেও ছিল। কিন্তু কখনও এই পর্যায়ে চলে যায়নি। বিশেষ কোন বোলারকে উপরে তুলে আনার এই চেষ্টা কিংবা কোন সফল বোলারকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা কোনটাই বোলিং করে ২টি উইকেট তুলে রাজ্য ক্রিকেটকে এগিয়ে দেবে না।

রানিরবাজারে মেগা ফুটবল প্রতিযোগিতা

এবং বল হাতে দারুণ পারফরম্যান্স প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, করলো জগন্নাথপাড়া প্লে সেন্টারের প্রীতম পাল। তবে তার দুর্দান্ত লডাই আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ সত্ত্বেও জগন্নাথপাড়া হেরে গেলো। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শান্তিরবাজার রানিরবাজার প্লে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ১৪ ক্রিকেটে নিশিকুমার উদ্যোগে এবং লংতরাই গুঁড়া মুড়াসিংপাড়া সিসি ৩৬ রানে পরাস্ত মশলার সহযোগিতায় করলো জগন্নাথপাডাকে। টসে রানিরবাজার বিদ্যামন্দির মাঠে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু হতে চলেছে এক মেগা নিশিকুমার মুড়াসিংপাড়া সিসি ২২ ফুটবল প্রতিযোগিতা। যে সমস্ত ওভারে ১১৫ রান করে। সর্বোচ্চ দল এতে অংশগ্রহণ করতে ৪৩ রান করে জয় মজুমদার। এছাড়া ইচ্ছুক তাদেরকে ৩ জানুয়ারির ২৫ রান করে সনম শীল। মধ্যে ১ হাজার টাকা এন্ট্রি-ফি জগন্নাথপাড়ার হয়ে ৩১ রানে ৫টি সহ নাম নথিভুক্ত করতে বলা উইকেট তুলে নেয় প্রীতম পাল। হয়েছে। নাম নথিভুক্তির সময় এছাড়া ৩ উইকেট পায় জয় মোবাইল নম্বরও দিতে হবে। চক্রবর্তী। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিএফএ-র গাইড লাইন অনুযায়ী ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জগন্নাথপাড়া। এবং টিএফএ-র রেফারি দ্বারা ২৩.৩ ওভারে মাত্র ৭৯ রানে গুটিয়ে প্রতিটি ম্যাচ পরিচালিত হবে। যায় তাদের ইনিংস। কৌশিক পাল চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ হাজার ২১ এবং প্রীতম পাল ১৭ রান করে। টাকা ও ট্রফি। রানার্সআপ দল ৩৬ রানে জয় পায় নিশিকুমার পাবে ৪০ হাজার টাকা ও ট্রফি। মুড়াসিংপাড়া। বিজয়ী দলের হয়ে এছাড়া প্রতিটি ম্যাচে দেওয়া সনম শীল ৪টি এবং অনীক মিত্র, হবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জয় মজুমদার ও সৌমিক দেব ২টি পুরস্কার। প্রতিযোগিতার সেরা করে উইকেট নেয়। অন্যদিকে, ফুটবলারকে দেওয়া হবে ৫ এনসিপাড়া মাঠে অনুষ্ঠিত অপর হাজার টাকা ও ট্রফি। ম্যাচে বাইখোড়া স্কুল হাড্ডাহাডিড লডাইয়ের পর ১০ রানে হারিয়ে

কসমোপলিটন-কে। বিলোনিয়ায় অনলাইন স্কোরিং-র উদ্বোধন প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ সোমবার বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মাঠে অনূধৰ্ব ১৪ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অনলাইন স্কোরিং-র

উদ্বোধন হয়। বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে এখন থেকে বিলোনিয়া ক্রিকেটের সমস্ত লাইভ স্কোর জানা যাবে। নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পথে এগিয়ে গেলো বিলোনিয়ার ক্রিকেট। এই অনলাইন স্কোরিং-র উদ্বোধন করেন লেভেল-ওয়ান আম্পায়ার ●এরপর দুইয়ের পাতায়

রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এত বড়

মাপের অনিয়ম চলছে। অভিযোগ

উঠেছে এক অ্যাসোসিয়েট

প্রফেসরের বিরুদ্ধ। তিনি

ইন্টারভিউ বোর্ডের এক জন

সদস্য। যদিও ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

দফতরে কান পাতলেই শোনা যায়

যে, তার চেয়ে অনেক

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছেন

এরাজ্যে যাদেরকে ইন্টারভিউ

বোর্ডের সদস্য করা যেতো। কিন্তু

ত্ম-র লড়াই বিফলে গেলো



জিতে বাইখোডা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কসমোপলিটনের বোলারদের দাপটে ১৭.৪ ওভারে মাত্র ৮০ রান করতে সক্ষম হয় তারা। তনয় মজুমদার এবং তুষার পাল দুই জনেই ২০ রান করে। কসমোপলিটনের হয়ে সুমন রিয়াং ৫টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া

বিপর্যয় ঘটে কসমোপলিটনের। মাত্র ৭০ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। সর্বোচ্চ ১৯ রান করে আমন দেবনাথ। বাইখোড়া স্কুলের হয়ে সৌম্যদীপ পাল এবং অনয় মজুমদার ৪টি করে উইকেট নেয়। ১০ রানে ম্যাচ জিতে নেয়

লড়াই করে জিতলো শতদল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ছোটন মিঞা-র বিস্ফোরক শতরানের সৌজন্যে মৌচাক-কে ৩ উইকেটে হারিয়ে দিলো শতদল সংঘ। মোটামুটি ভালো রানই করেছিল মৌচাক। এরপর তাদের বোলাররাও শুরুর দিকে বেশ কিছু উইকেট তুলে নেয়। জয়ের গন্ধও পেয়ে গিয়েছিল মৌচাক। এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় ছোটন মিঞা। মূলতঃ তার অনবদ্য শতরানের সৌজন্যে দুরস্ত জয় তুলে নিলো শতদল সংঘ। নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৩ রান করে মৌচাক। সায়ন রায় ৮৫ বলে ৭১ রান করে। এছাড়া রূপক দে ৩২ এবং রোহিত বর্মণ ২০ রান করে। শতদল সংঘের হয়ে নয়ন মিঞা এবং রক্তিম চক্রবর্তী নেয় ২টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় শতদল সংঘ। মাত্র ৭৬ বলে ১৭টি বাউন্ডারি এবং ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৭ রান করে ছোটন মিঞা। এছাড়া দেবব্রত চক্রবর্তী করে ১৬ রান। ৩ উইকেটে জয় পায় শতদল সংঘ। মৌচাক-র । হয়ে বিকি বণিক ৩টি এবং রাজদীপ গুরুং ২টি উইকেট তুলে নেয়।

সিকেনাইডুট্রফির শিবিরে ৪৪ ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জিতে আর্য কলোনি প্রথমে আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বিদ্যাপীঠ স্কুলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ২২ ওভারে মাত্র ৮৭ রান করতে সক্ষম হয় বিদ্যাপীঠ স্কুল। সর্বোচ্চ ২২ রান করে উমাচরণ ত্রিপুরা। আর্য কলোনি-র হয়ে রক্তিম সাহা ১৭ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া অরূপ দাস এবং জয় বিশ্বাস নেয় ৩টি করে

ক্যানবেরা, ২০ ডিসেম্বর।। ইনিংস গড়ে অস্ট্রেলিয়া

অপ্রতিরোধ্য

অস্ট্রেলিয়া! দিনরাতের টেস্টে

ইংল্যান্ডকে ২৭৫ রানে গুঁড়িয়ে

দিলেন অজিরা।বল বিকৃতি কাণ্ডকে

পিছনে ফেলে শাপমুক্তি ঘটল

অজিদের পার্ট-টাইম অধিনায়ক

স্টিভ স্মিথের। অ্যাশেজের প্রথম

ম্যাচেও অজিরা জিতেছিল বিরাট

ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচেও সেভাবে

প্রতিরোধ গড়তে পারল না

ইংল্যান্ড। দিনরাতের টেস্টের

একেবারে শুরু থেকেই দাপট

দেখিয়ে খেলে গেল অজিরা। প্রথম

ইনিংসে লাবুশানের দুরন্ত সেঞ্চুরি,

ওয়ার্নারের ৯৫ এবং স্মিথের ৯৩

(ঙ্ভুম্প্রভুখ)। অজিরা ইনিংস

ঘোষণা করার পর প্রথম ইনিংসে

ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে

ইংল্যান্ড। মাত্র ২৩৬ রানে

অল-আউট হয় তাঁরা। ইংল্যান্ডের

হয়ে মালান ৮০ এবং রুট ৬২ রান

করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে একটা সময়

অজিরাও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে

পড়েছিল। কিন্তু এবারেও সামাল

দেন সেই লাবুশানে। তাঁকে সঙ্গত

করে ট্রেভিস হেড। দুজনেই ৫১

রানের ইনিংস খেলেন। ২৩০ রানে

দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে অজিরা।

৪৬৮ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে

খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে

কিন্তু এখনও সোনামুড়ায় ক্রিকেট

শুরু তো দুরের কথা, সোনামুড়া

মহকুমা ক্রিকেট কমিটিই নাকি

অনুমোদন পায়নি। এই অবস্থায় প্রশ্ন

জাগছে, সোনামুড়ায় আদৌ

ক্রিকেট শুরু হবে কি না?

সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের

ক্যারিয়ার বছরের পর বছর নম্ট

হচ্ছে। কিন্তু টিসিএ-র কোন

হেলদোল নেই। জানা গেছে, শুধু

যে সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের

ক্রিকেট জীবন নম্ট হচ্ছে তা নয়,

বেশ কিছু মহকুমায় নাকি কয়েক

বছর ধরেই ক্রিকেট চর্চা বন্ধ।

কোথাও কমিটি নিয়ে সমস্যা তো

কোথাও কমিটি থাকলেও ক্রিকেট

দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, উপহার দিয়েছে। ফলে সিকে আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ আসর সিকে নাইডু ট্রফির লক্ষ্যে ৪৪ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করতে চলেছে টিসিএ। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আগামী ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। অনুধর্ব ২৫ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে রাজ্য দল বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছে। প্রত্যেকটি ম্যাচেই লড়াই করেছে। একটি ম্যাচে জয় এলেও ●এরপর দুইয়ের পাতায়

নাইডু ট্রফি নিয়ে এবার ক্রিকেট মহলের প্রত্যাশা অনেক বেশি। শ্রীদাম পাল, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ-রা অনুধর্ব ২৫ দলের হয়ে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদে সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছে। সিকে নাইডু ট্রফির শিবিরেও তাদের রাখা হয়েছে। এদিনই কানপুরে আরসিবি-তে ট্রায়াল দেওয়া দেবপ্রসাদ সিনহা-কেও শিবিরে রাখা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুধর্ব বাকি ম্যাচগুলিতে দূরন্ত লড়াই ১৯ দল থেকে নিজেদের সরিয়ে

স্লথ গতিতে। লক্ষ্য ছিল যেনতেন

প্রকারেন ম্যাচ ড্র করা। ইংরেজ টপ

অর্ডার সেই আশা জাগিয়েওছিল।

কিন্তু পঞ্চম দিন বেন স্টোকসের

উইকেটের পতনের পরই

ইংল্যান্ডের সব আশা শেষ হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত অজিরা জিতে যায় ২৭৫

লাবুশানে। সাড়ে তিন বছর আগে

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

সাক্রম ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায়

চ্যাম্পিয়ন অনর্ধ্ব ১৪ বিভাগের দই

কৃতি ছাত্রী সংগীতা দাস এবং পুষ্পা

বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জানায় কবি এবং

সাহিত্যিক মঞ্চ। ততীয় সাব্রুম

সাহিত্য উৎসবে ছাত্রীদের হাতে

পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের

ক্রিকেটে কতটা নজর আছে প্রশ্ন

তো আছেই। কেননা তা না হলে

কবেই সোনামুড়া ক্রিকেটের সমস্যা

শেষ হয়ে যেতো। সোনামুড়ার

কয়েকশো ক্রিকেটার আজ

ক্রিকেটহীন। টিসিএ যখন সদর

অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু করেছে

তখন সোনামুড়া, গভাছড়া

ক্রিকেটহীন। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন,

টিসিএ কেন সোনামুড়া, গণ্ডাছড়ায়

কোন ক্রিকেট নেই? কেন

ছেলে-মেয়েরা আজ ক্রিকেট থেকে

দুরে ? সোনামুড়া এবং গণ্ডাছড়ার

ক্রিকেটাররা যে আজ ক্রিকেট

মাঠের বাইরে তাদের কথা চিস্তা

করার কি কেউ টিসিএ-তে নেই?

গণ্ডাছড়ার

সোনামুড়া,

●এরপর দুইয়ের পাতায়

কোচ বিপ্লব চক্রবর্তীও। সাথে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সাহিল সুলতানও রুয়েছে

শিবিরে। তবে ক্রিকেট মহল বিষ্মিত এত বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটারদের কেন শিবিরে ডাকা হলো। অনায়াসেই ৩০-র মধ্যে সংখ্যাটা রাখা যেতো। কয়েকটি নাম নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। প্রায় খেলা ছেড়ে দেওয়া এক ক্রিকেটারকে শিবিরে দেখে অবাক ক্রিকেটপ্রেমীরা। দুই কোচ হলেন জয়ন্ত দেবনাথ এবং অনুপ কুমার দাস। এছাড়া ট্রেনার অজিতাভ নাথ এবং ফিজিও অর্পণ কর। টিসিএ-র যুগাসচিব কিশোর কুমার দাস এই প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করেছেন।

নিয়মনীতি ভঙ্গের অভিযোগ

উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন

বিভাগে মোট ১১ জনকে নিয়োগ

করা হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে কিছুসংখ্যক লোক

রাতারাতি লাখপতি হতে চাইছে

বলে গুঞ্জন। এই কারণেই পুরো

নিয়োগপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপক

অনিয়মের আশঙ্কা করা হচ্ছে। হাই

পারফরম্যান্স ডিরেক্টর, সাঁতার,

অ্যাথলেটিক্স এবং জুডো-র কোচ,

ফিজিওথেরাপিস্ট সহ আরও বেশ

কিছ পদ এই এক্সলেন্স সেন্টারের

জন্য তৈরি হয়েছে। মূলতঃ প্রতিটি

রাজ্যের খেলাধুলার উন্নতিতে

যাতে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া ও যুবকল্যাণ

মন্ত্রক সরাসরি নজর রাখতে পারে

সেই কারণেই এই প্রকল্প হাতে

নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলি

অবশ্যই এই প্রকল্পের ভরপুর ফায়দা

তুলতে পারবে। কিন্তু এই পোড়া রাজ্যের পক্ষে সেটা কখনই সম্ভব নয়। শুরুতেই এই আশঙ্কা প্রবল

হয়েছে। হাই পারফরম্যান্স

ডিরেক্টর সহ অন্যান্য পদগুলির

জন্য সাক্ষাৎকার পর্ব সমাপ্ত

रराइ। नियम राला,

সাক্ষাৎকারের পর সম্ভাব্য

প্রার্থীদের শর্টলিস্ট তৈরি করা হয়।

অভিযোগ, সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ

হওয়ার পরও নাকি কোন শর্টলিস্ট

তৈরি হয়নি। হাই পারফরম্যান্স

ডিরেক্টর পদের জন্য যোগ্যতামান

ছিল পিএইচডি এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে

ডিগ্রি কিংবা ডিপ্লোমা। পাশাপাশি

পিএইচডি-র বিকল্প হিসাবে বিবিএ

কিংবা এমবিএ প্রার্থীরাও

আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে।

এমনটাই ছিল বিজ্ঞপ্তিতে। জানা

গেছে, মোট ৯ জন হাই

পারফরম্যান্স ডিরেক্টর পদের জন্য

আবেদনপত্র জমা দেয়। এদের

মধ্যে ৫ জনের আবেদনপত্র জমা

দেওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতাই ছিল

আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং

সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়। সমস্ত

যোগ্যতামান ছিল মাত্র ৪ জনের।

আরও অবাক করার মতো বিষয়

হলো, সাক্ষাৎকারের পর নিয়োগ

নীতি মেনেই শর্টলিস্ট তৈরি করা

তার পরও তাদের

নেওয়া পারভেজ সুলতান এবং

অ্যাশেজে অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়া দিনরাতের টেস্টে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে 'শাপমুক্তি' স্মিথের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, উচিত ছিল। এটা তৈরি করা হলে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ খেলো যে পাঁচ জনের কোন যোগ্যতাই থাকা আরসিপি-র এই ইভিয়া স্টেট সেন্টার অফ ছিল না তারা বাদ পড়ে যেতো। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সহজেই এক্সলেন্সের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু তেমনটা হয়নি। অর্থাৎ যারাই সদস্য হয়ে গেছেন। এরপরই শুরু

প্রত্যেকেই এখন প্যানেলে ছাত্র-ছাত্রীরা নাকি তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে চান না। তাই দফতরের এক অধিকর্তাকে অনুরোধ করে আগরতলায় একটি বিশেষ শাখার দায়িত্ব নিয়ে পড়ে রয়েছেন। বাম আমলেও অসংখ্য কেলেশ্বারিতে জড়িয়েছিলেন তিনি। এমনই এক ব্যক্তি আজ খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সলেন্স-র জন্য হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর নিয়োগ করবেন। নিজের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন

উপর।সূতরাং ফায়দা তো তুলতেই হবে। ইতিমধ্যেই নাকি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কলকাতা সাই-র হয়েছে। যথারীতি শুরুণতেই সাক্ষাৎকার পর্বে অংশ নিয়েছেন হয়ে গিয়েছে তার খেলা। এক জনকে নিয়োগ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। স্বভাবতই লোন-দানের আশসংগ করছে

সবাই। রাজ্যের যোগ্যদের বঞ্চিত করে অনায়াসেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে চাইছেন। যার ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নেই তিনি আজ চাকুরি বিক্রি করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন। রাজ্যের ক্রীডাপ্রেমী জনগণ তরুণ ক্রীড়ামন্ত্রী সুশাস্ত চৌধরী-র হস্তক্ষেপ চাইছে।

বিদৰ্ভ ম্যাচে প্ৰমাণ হলো

ন্যানো টেস্ট-ফিটনেস ক্যাম্প আসলে ধান্দাবাজির আখড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি. তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিজয় হাজারে লুটের খেলা চলছে? নিরুপম নিয়মিত এই গল্প শোনার পর মনে হয়েছিল ত্রিপরার প্রতিটি ক্রিকেটার

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালেই ত্রিপুরার অভিযান শেষ হলো। প্লেট গ্রুপে যারা বাঘ ছিল নক্আউটে তাদের যেন বিড়াল মনে হলো। তবে নক্আউট পর্বে একটা বড় ম্যাচ জেতার জন্য যা যা দরকার ছিল ত্রিপুরা টিমে কিন্তু সেই রসদ ছিল না। বিসিসিআই-র সৌজন্যে ত্রিপুরা বনাম বিদর্ভের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি দেখার সুযোগ হয়েছিল এই প্রতিবেদকের। বলতে দ্বিধা নেই, সরাসরি প্রচারিত ম্যাচটি দেখে বেশ কিছু প্রশ্ন মনের ভেতর তৈরি হয়েছে। জানি না এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব কোন মহল থেকে পাওয়া যাবে কি না। প্রথমতঃ টিসিএ-র উদ্যোগে এখন ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট পুরোপুরি বন্ধ রেখে জাতীয় ক্রিকেটের প্রস্তুতির নামে মাসের পর মাস চলছে ফিটনেস ক্যাম্প।কখনও ন্যানো টেস্টের গল্প তো কখনও ফিটনেস টেস্টের গল্প।

যেন একেক জন জন্টি রোডস

বা ফিটনেস টেস্টের নামে আসলে ফাঁকির খেলা এবং টিসিএ-র টাকা

কতিদীপ্ত, উদীয়ান বোস-র নাকি ফিটনেস খারাপ। আমি নিশ্চিত. এখন যারা দলে আছে তাদের অনেকের চেয়ে ফিটনেস ভালো উদীয়ান, নিরুপম, কৃতিদীপ্ত-দের। আসলে একটি ম্যাচেই কিন্তু ধরা পড়ে গেছে উদীয়ান, নিরুপম, কতিদীপ্ত-দের বাদ দেওয়ার গোপন ছক। রাহিল ফিট? সমিত ফিট? পবন ফিট? রজত ফিট? প্রশ্ন, কে ফিট ? অভিযোগ, ন্যানো টেস্ট আর মাসের পর মাস ফিটনেস টেস্টের আসল কারণ নাকি দুইটি। প্রথমতঃ ক্যাম্পের নামে টিসিএ-র লক্ষ লক্ষ টাকা লুট। দ্বিতীয়তঃ অপছন্দের ক্রিকেটারদের দল থেকে বাদ দেওয়ার একটা চালাকি। আমার মনে হয়, টিসিএ-র এই সমস্ত অপকর্ম বিদর্ভ ম্যাচে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে নিন্দুকেরা বলেন, সভাপতি নাকি ক্ষমতাসীন। টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে তার নাকি আসলে কোন ক্ষমতাই নেই। টিসিএ-তে নাকি সভাপতি অনেকটা মহাভারতের ধতরাষ্ট্রের মতোই। ক্রিকেট মহলে কিন্তু এই

আলোচনাই এখন।

ট্রফিতে যারা বিদর্ভ বনাম ত্রিপরা ম্যাচ সরাসরি টিভি-তে দেখেছেন তারা নিশ্চয় বলবেন, ম্যাচ হারার অন্যতম কারণ হলো ত্রিপুরার জঘন্য ফিল্ডিং এবং শ্লগ ওভারে জঘন্য বোলিং। বিদর্ভের ইনিংসটা দেখার সময় বার বার মনে হয়েছে এত জঘন্য ফিল্ডিং জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে? ত্রিপুরার এক জনকেও তো আমার ফিট মনে হয়নি। যে সমস্ত ক্যাচ হাত থেকে পড়েছে তা অনুধর্ব ১৩ ক্রিকেটেও ক্ষমার অযোগ্য। তেমনি যে সমস্ত রান আউটের সুযোগ নম্ট হয়েছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। আর এই সমস্ত ক্যাচ নম্ট বা রান আউটের সুযোগ নষ্টের আসল কারণ হচ্ছে জঘন্য ফিটনেস। উইকেটরক্ষক থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্রিকেটারকে মাঠে আনফিট মনে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যদি আসল অবস্থা থাকে তাহলে ন্যানো টেস্ট বা ফিটনেস টেস্টের কথা বলে মাসের পর মাস এতো ক্যাম্প কেন? তবে কি এই ন্যানো টেস্ট

২৭ মাসেও টিসিএ-র ক্ষমতা হয়নি সোনামুড়া, গণ্ডাছড়ায় ক্রিকেট ফেরানো প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, নাকি আম্পায়ার, স্কোরার। খবরে সোনামুড়ায় কি আদৌ শুরু হবে টিসিএ-র কাছের মহকুমা আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ঃ প্রকাশ, টিসিএ নাকি গোটা রাজ্যে ক্রিকেট? ২০১৯ সালের ১৬ জিরানিয়াতেও নাকি ক্রিকেট চর্চা টিসিএ-র অনুমোদিত মহকুমা আম্পায়ার, স্কোরারদের নিয়ন্ত্রণ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বর্তমান কমিটি মুখথুবড়ে পড়ে আছে। তবে ক্ষমতায় আসার পর আজ ২৭ মাস। টিসিএ-র কর্তাদের মহকুমা

রানে ভর করে ৪৭৩ রানের বিশাল ইংল্যান্ড খেলা শুরু করে অনেকটাই

ক্রিকেট সংস্থার সংখ্যা ১৮। সদর বা আগরতলার দায়িত্ব অবশ্য খোদ টিসিএ-র অধীনে। ঘটনা হচ্ছে, টিসিএ-র অনুমোদিত ১৮টি মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার মধ্যে এখনও অধিকাংশ মহকুমায় ক্রিকেট শুরু হয়নি। বিস্তর নাটকের পর সদর সহ হাতে-গোনা কয়েকটি মহকুমায় অবশ্য অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হয়েছে। তবে এখনও অধিকাংশ মহকুমায় অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হয়নি। জানা গেছে, প্রথমতঃ সময় মতো প্রস্তুতি শুরু হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এখনও নাকি অনেক মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা টিসিএ-র অনুদান হাতে পায়নি। এছাড়া মাঠ নিয়ে নাকি অনেক মহকুমায় সমস্যা

করতে চাইছে। এতে করে অবশ্য বিভিন্ন মহকুমার আম্পায়ার ও স্কোরারদের মধ্যে নাকি তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এতদিন টিসিএ-তে যে গোষ্ঠীর হাতে আম্পায়ার স্কোরাররা নিয়ন্ত্রিত হতো এখন নাকি ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। এতদিন যাদের কাঁধে ভর দিয়ে টিসিএ-তে ক্ষমতায় এসেছে বৰ্তমান কমিটি সেই গোষ্ঠীর হাতে নাকি কোন ক্ষমতা দিতে রাজি নয় তারা। এনিয়ে অবশ্য এখন অন্য খেলা চলছে। অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট নিয়ে বিভিন্ন মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য এখনও তৈরি হতে পারেনি। এর মধ্যেই বড় প্রশ্ন হচ্ছে

সোনামুড়ার ভবিষ্যত কি?

নিয়ে কোন উদ্যোগ নেই। অভিযাগ,

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় টৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ফোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫/ ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

নৃশংস, অমানবিক, ক্ষমাহীন অপরাধের সাক্ষী সামাজিক মাধ্যম ঃ অপরাধীরা গ্রেফতারহীন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে নৃশংস। ব্যভিচারের চূড়াস্ত। অসহনীয়। অমানবিক। নগ্ন এবংছিরব উঠেছে দিকে দিকেই।শোনা সত্যিই নগ্ন। অপরাধ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ক্ষমা অযোগ্য। মাস্তানির চূড়াস্ত। শাসক দলের ক্ষমতার উদাহরণ। বিচ্ছিরি। ছি।— এই প্রত্যেকটি শব্দ ঘটনাটিকে বোঝানোর জন্য কম পড়বে। রাতের আঁধারে শহরের আখাউড়া চত্বরের লাইট হাউস প্রজেক্টের মারতে থাকে। ব্যাথায় চিৎকার সামনে যেভাবে প্রায় ১৫ জন দুষ্কৃতি মিলে একজনকে ভয়ানকভাবে তবুও। নৃশংস এই ঘটনায় আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর।। রক্ষকই

ভক্ষক। যাদের কাছে মানুষ

অন্যায়ের বিচারের জন্য যাবেন,

তারাই এখন গুডামিতে নেমে

পড়েছেন। প্রকাশ্যে দিনের

আলোতে মানুষের জোত জায়গার

দখল নিচেছ। জোর করে জমি

ছিনিয়ে নিচেছ। এই ধরনের

অভিযোগ এবার কোনও দুষ্কৃতি বা

দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে নয়। অভিযুক্ত

সরাসরি গোমতী জেলার জিলা

পরিষদের সভাপতি এবং স্থানীয়

পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধেই।

তাদের বিরুদ্ধেই এখন বিচার চেয়ে

আরকেপুর থানায় হাজির ধ্বজনগর

বাজারের ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় দেবনাথ।

তার দোকানের জায়গা থেকেই

হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই

প্রতিযোগিতা

CHILDREN'S PARK,

AGARTALA DRAWING: -+3 YRS TO

THEME: ENVIRON-

SINGING: -+4 YRS TO 15

THEME:-FOLK SONG

THEME : FOLK SONG

DT- 26/12/2021 PH :- 7005630055 9774924651

REGISTRATION FEES

(TRACK

DT- 24/12/2021

DT- 25/12/2021

DANCE:-+3 TO 15

MENT

MODERN

MODERN

জোর করে এক ফট ছিনিয়ে নেওয়া জন্যে নর্দমা করতে চাইছিলো।

শোকাহত

বাবা - নুপেন্দ্র মালাকার

মা - চিনু মালাকার ও সকল

আত্মীয় পরিজন ।

ঠিকানা

গকুলনগর,

বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপরা

''ধান ভাঙ্গানোর

মেশিন"

ঘরে বসেই ধান ভাঙ্গানোর

মেশিন মাত্র 30,000/- টাকায়

বিক্রয় হইবে। বাড়ির কারেন্টই,

এই মেশিন চলে। স্ত্রী ও পুরুষ

যে কোন ব্যক্তিই এই মেশিন

চালাতে পারেন। প্রতিদিন ৭ টন

ধান ভাঙ্গানো যায়। ইচেছ

করলে এই MINI RICE

MILL ভাড়া ও খাটানো যাবে।

Video দেখার জন্য Whats

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

জন্ম ঃ ২৪/০১/১৯৯৯

মৃত্যু ঃ ২১/১২/২০১৯

ঁজয়দ্বীপ মালাকার (দ্বীপ)

শহরের প্রাণকেন্দ্রের এই ঘটনা ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ছি যাচেছ, লাইট হাউস প্রজেক্ট চত্বরটিকে শাসক দলের কোন্ লবি দখল করবে, সেই নিয়েই বচসা বাঁধে দুই দলের মধ্যে। আর তা থেকেই ঘটনাটি ঘটে। মাটিতে ফেলে দুষ্কৃতিরা লাঠি দিয়ে, রড দিয়ে, প্রায় ৩০-৩৫ বার একজনকে করতে থাকেন তিনি। মার থামেনি ব্যক্তি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

নয়, গোটা দোকান ঘরই ভেঙে

দিতে চাইছে জিলা সভাধিপতি সহ

তার ভাই শ্যামল অধিকারী। যদিও

আরকেপুর থানা এই ঘটনায়

এফআইআর নেয়নি। পুলিশের

উপরই এখন বিচারের জন্য আশা

কর ছেনে ধনঞ্জয়। প্রবীণ এই

ব্যবসায়ীর বহু বছর ধরে দোকান

র য়ে ছে ধ্বজনগর বাজারে।

দোকানটি সব মিলিয়ে ৬ ফট

জায়গায়। ধনঞ্জয় জানান, তার

জায়গার উত্তরে স্বপন অধিকারীর

জায়গা রয়েছে। পশ্চিমেও

স্বপনের। তাদের পূর্বদিকে তার

দোকানের অল্প জায়গা। জিলা

সভাধিপতি স্বপন অধিকারী এবং

তার পঞ্চায়েত সদস্য ভাই শ্যামল

অধিকারী মিলে বাজারের রাস্তার

জোর করেই শাসক দলের নেতা

ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্তরা কেউই গ্রেফতার হয়নি। সোনারতরীতে গন্ডগোলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আখাউড়া সীমান্ত এলাকা। গভীর রাত থেকে দফায় দফায় আক্রমণ করা হয়েছে বিজেপির বুথ সভাপতি-সহ আরও কয়েকজনকে। এক যুবকের পিঠে ভোজালি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একজনের। লাইট হাউসের সামনেই চলতে থাকে মারপিট। রাতভর সন্ত্রাসের মধ্যে আতঙ্কে কাটিয়েছেন সীমান্ত

নানা অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির ১৯নং বুথের সভাপতি অজিত চৌহানের বাড়িতে। এর আগে পুলিশ সদর দফতরের কাছেও আক্রমণ করা হয় কয়েকজনের উপর। রাতভর সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গোটা এলাকাবাসীরা। আক্রমণ চলার সময় পুলিশের দেখা পাননি এলাকাবাসীরা। এই ঘটনা ঘিরে পশ্চিম থানায় একটি অভিযোগও জমা পড়েছে। মূলত ঝুটন দাসের নেতৃত্বে এই আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। আখাউড়া সীমান্তের লাইট হাউস দখল ঘিরেই এরপর দুইয়ের পাতায়

দুৰ্ঘটনায় অটো চালকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **ধর্মনগর, ২০ ডিসেম্বর।।** সোমবার ৮টা আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পানিসাগর অগ্নিপাশা এলাকায় যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অটো চালকের। মৃতের নাম অলক দে (৪৫)। তার বাড়ি কুমারঘাট রাতাছড়া এলাকায়। এদিন সকালে অলক দে অটো নিয়ে কুমারঘাটে যাচছিলেন। কারণ গাড়িটি বিকল হয়ে পড়েছিল। অন্য একটি গাড়ির সহায়তায় অটো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্য গাড়ির সাথে বাঁধা দড়ি হঠাৎ ছিঁডে যায়। যার ফলে অটোটি রাস্তাতেই উল্টে যায়। অটোর নিচেই চাপা পড়েন অলক দে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী ঘটনাস্থলেই অটো চালকের মৃত্যু হয়।স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা দেখে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা এসে মৃতদেহকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পানিসাগর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো-সহ দুটি গাড়ি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। অটো চালকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ

করছে রাতাছড়া এলাকায়।

ভৰ্তি চলিতেছে

নেতাজি সুভাষ

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

M.A/M.SC/M.COM

(distance mood)

ভর্তি চলিতেছে

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি গত 25 নভেম্বর আমি আমার 10th original documents হারিয়ে ফেলেছি।

আমার document গুলি হলো

Tripura Nursing Council GNM, 1st, 2nd, 3rd Year mark sheet, Tripura

Nursing Council এর

GNM Registration.

কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে

থাকলে নম্বরে ফোন করে

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9089167324

9612057539

জানালে উপকৃত হব।

VISION

CONSULTANCY

IBBS/BDS/BAMS

MEDICAL COLLEGES IN INDIA Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

9330622287

9862523625

যোগাযোগ-

াদ্বতায় বিয়ে

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সৃফি

арр করুন — 9402567942 — ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9402567942

বিশেষ দ্ৰন্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

এই দুই ভাই মিলে সোমবার ধনঞ্জয়ের দোকানের প্রায় এক ফুট জায়গা দখল করে নেয়। বাকি দোকান ঘরও মঙ্গলবারই ভেঙে ফেলবে বলে জানিয়ে যায়। ধনঞ্জয়ের বক্তব্য, তার জোতের জায়গা এভাবে দখল করে নিলে তিনি কিভাবে ব্যবসা করবেন। অল্প জায়গায় তার দোকান, এই দোকান ভেঙে দিলে সংসার চালাতে পারবেন না। অথচ জিলা পরিষদের সভাধিপতি সহ তারা দুই ভাই নিজেদের জমি দেয়নি।

শুধুমাত্র তার অংশের দোকানের এরপর দুইয়ের পাতায়

নাবালকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার অভিযোগ উঠলো আরেক নাবালকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দু'জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের সোমবার সন্ধ্যায় জিবিপি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করার জন্য নেওয়া হয়। জানা গেছে, নাবালক ছেলেটি এ নিয়ে দু'টি মেয়েকে এভাবে বিয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পৌশালিস্ট। CONTACT 9667700474

মৃত্যু দাঁড়ালো ১১৯-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ডিসেম্বর ।। প্রয়াত হলো চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। সোমবার ভোর ৪টা নাগাদ গোমতী জেলার বাগমা এলাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন অরুণ দেবনাথ (৪৯) নামে চাকরিচ্যুত শিক্ষক। তাকে নিয়ে ১১৯জন ১০৩২৩ শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উদয়পুরের কুফিলং উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তার মৃত্যুতে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গভীর শোক জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, আর কত জন শিক্ষকের মৃত্যু হলে এই সরকারের ঘুম ভাঙবে এটাই আমাদের প্রশ্ন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। শহরে চুরির ঘটনায় কুখ্যাত চোর প্রণব দাস (২৫)-কে গ্রেফতার করলো আমতলি থানার পুলিশ। তার বাড়ি লোকনাথ আশ্রমের শান্তিপল্লী এলাকায়। আসল বাড়ি দক্ষিণ জেলার পিআর বাড়ি হলেও লোকনাথ আশ্রম এলাকায় চুরি করে প্রণব। রবিবার অন্নপ্রসাদ চৌধুরী বাড়িতে চুরির ঘটনায় একটি মামলা করেন। এই মামলায় পুলিশ প্রণবকে গ্রেফতার করেছে। আদালত তাকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ওইদিন পুলিশের তদন্ত রিপোর্টও চেয়েছেন বিচারক দীপা ভট্টাচার্য।

১৬০ কোটির কেলেস্কারি

প্রকল্পে বরাত নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করলেন রাজ্যের এক তরুণ বাস্তুকার। অভিযোগ, কোনও ধরনের বৈধ কাগজ না থাকার পরও ছত্তিশগড়ের একটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে। তারা কাজও নিম্নমানের গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোমবার আগরতলায় উদয়পুরের বাসিন্দা তথা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার অনুপ হুসসাডি ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট ভৌমিক এবং তার আইনজীবী প্রাইভেট লিমিটেডকে। বরাত দেবাশিস দত্ত সাংবাদিক সম্মেলন পেতে পারফরম্যান্স রিপোর্ট জমা ডেকেই তাদের অভিযোগের কথা করতে হয়। ছত্তিশগড়ের সংস্থাটিও জানান। দেবাশিস দত্ত বলেন, এই রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু তাদের মূলত সরকারের মন্ত্রীদের কাছে রিপোর্টে সব তথ্যই ভুল ছিল। গোপন রেখে প্রকল্পের নোডাল এমন কিছু নথিও দেওয়া হয়েছে অফিসার কনক লাল দাস যেগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বেআইনিভাবে বরাতটি পাইয়ে অথচ এই সংস্থাকে কাজের বরাত দিয়েছেন। তাকে আমরা নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজটির বরাত দিয়েছিলাম। কিন্তু জবাব দেননি। পেতে ত্রিপুরা থেকেও তিন শেষ পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে উচ্চ চারজন অংশ নিয়েছিলেন। আদালতে জনস্বার্থ মামলাটি তাদের বরাত দেওয়া হয়নি। এখন করেছেন অনুপ। অনুপ নিজেও দেখা যাচেছ নিম্নমানের কাজ ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি করছে সংস্থাটি। এই কারণেই জানান, বিদ্যুৎ নিগমে দীনদয়াল মানুষের স্বার্থে রাজ্যের তরুণ উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনায় ইঞ্জিনিয়ার অনুপ মামলা ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা করেছেন। অনুপ জানিয়েছেন, হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতের কাজ করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় পড়ছেন। নিয়ম প্রকল্প। প্রকল্পের কাজ এই বছরের অনুযায়ী ঠিকেদারকে সেফটি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার অফিসার নিয়োগ করতে হয়। কথা। কিন্তু ৪৫ ভাগ কাজও এখন সেফটি অফিসারই অডিট করে পর্যন্ত শেষ হয়নি। যে কারণে কবে দেখবেন শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। নাগাদ কাজ শেষ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কাজের বরাত শুধু তাই নয়, রাজ্যে ডেঙ্গু এবং দেওয়া হচ্ছে ছত্তিশগডের সংস্থা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।।

বিদ্যুৎ নিগমে ১৬০ কোটি টাকার



কয়েক জায়গায়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ নিগমে রিপোর্ট দেওয়ার কথা রয়েছে শর্তে। অথচ কিছুই মানা হচ্ছে না। বেআইনিভাবেই কাজ করে যাচ্ছে ছত্তিশগডের সংস্থা। এইভাবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। গ্রামজ্যোতি যোজনায় আরও প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন টানার কাজ বাকি। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল বরাতে। কিন্তু এই সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। অনুপ আরও বলেন, আইপিডিএস এবং সৌভাগ্য প্রকল্পে স্থানীয় ঠিকেদারদের দিয়ে কোটি কোটি টাকা কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু ঠিকেদারদের লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। এগুলি বেআইনিভাবে এই কাজগুলি দেওয়া হচেছ। এনিয়েও তিনি মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৪৫০ ভরি ঃ ৫৬,৫২৫













INAUGURATION OF SPECIAL DRIVE FOR REGISTRATION OF UNORGANISED WORKERS IN e-SHRAM PORTAL



Inauguration by Shri Biplab Kumar Deb

Hon'ble Chief Minister, Govt. of Tripura



on 21st December, 2021 at 11 AM Venue: Rabindra Bhawan Hall No. 1

